

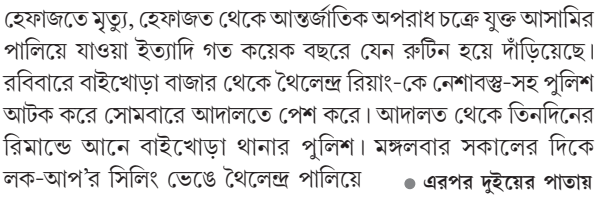


বেতন কাটা
গেল ১১শ
পুলিশ কর্মীর

লক-আপ ভেঙে আসামি'র চম্পট

বদলি ৯
টিসিএস

তিথিবাদী কলম প্রতিনিধি
 আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। রাজ
 শশনশাবনের মারাবির হত্রে বরফ
 হলেন ৯ জন অফিসার। অনিমে
 ধরকে আবাবও ফিরিয়ে আন
 হয়েছে আগরতলায়। কয়েক
 আগেই সন্দের ডিসিএম থেকে
 অনিমে ধরকে কাম্বন্দপুরে বদলি
 হারিয়েছিল। এবার তাকে আন
 হয়েছে মহাকরণে ডেপুটি স্টেট
 প্রাক্টিকাল অফিসার করে। বদলি
 তালিকায় রয়েছে রূপাঞ্জনা দাস
 তাকে বিশাণগড়ের মহকুমা শাসক
 অনিমে ডেপুটি কোলেক্টর হিসেবে
 বদলি করা হয়েছে। সীমা পেরে
 মারাবাত মহকুমা শাসক অফিস
 হুদীপ দয়াকে তবলি জাতি
 রক্ষা দফতরে, কপিতা দেবমার
 নবংখালঘু কল্যাণ দফতরে
 ম্যামেলিয়া রিয়াংকে স্বয়
 দফতরে বদলি করা হয়েছে। কার
 দফতরে ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব
 দেওয়া হয়েছে জিডিনি মলসুমকে
 মারাবাত রাজা সরকারের উপসচিব
 এককে দেবমার এ নির্দেশিকাটি
 প্রকাশ করেছে।



একশো দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চল্লিশ দিন

অর্থও তার কর্মহীন ছিলেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য থেকে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। যদিও রাজ্য সরকারের বক্তব্য, প্রতি বছরে রেগার বরাদ্দ বাড়ছে। গ্রামে ঢালাও হারে রেগার কাজ চলছে। আগের চেয়ে নাকি অর্থ প্রবাহ বহুগুণ বেড়ে

নামও লিপিবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে সর্বমোট ৮,৩০,১৬৯ জন শ্রমিককে কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে কিস্তি কাজ পেয়েছেন ৭,৯৮,৬২৮ জন শ্রমিক। গত ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রেগায় সর্বমোট কাজ হয়েছে ৩,৪১,৮৮,৩৯৮ শ্রম দিবসের। সেই

সরকারের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ২০০ দিন মূঠে থাক ১০০ দিনের কাজের দ্রুত গতি এক বছরে রাজ্যের রেগা জমিকর গড়ে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪৩ দিন। বাদকাজ ৫৭ দিন জমিকর কোনও কাজই পাননি। আরও পরম আশ্চর্যের ঘটনা রাজ্যের ৯৯৫৪টি জব কার্ডের মধ্যে ৩১৫৪১ জন রেগা জমিক কোনও কাজই পাননি।

সরকারের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ২০০ দিন দূরে থাক ১০০ দিনের কাজের মধ্যেও গত এক বছরে রাজ্যের রেগা শ্রমিকরা গড়ে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪৩ দিন। বাদবাকি ৫৭ দিন শ্রমিকরা কোনও কাজই পাননি। আরও পরম আশ্চর্যের ঘটনা। রাজ্যের ৯৯৫৪টি জব কার্ডের মধ্যে ৩১৫৪১ জন রেগা শ্রমিক কোনও কাজই পাননি।

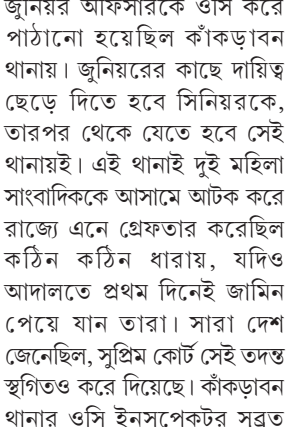
গিয়েছে। কিন্তু সরকারের এ দাবি কেন্দ্র সরকারের তথ্যে বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৫,৯৩,৮৬৫টি জব কার্ডের মধ্যে ৮,৩০,২৮৯ জন শ্রমিক রেগার কাজের আবেদন করেছিলেন। উল্লেখ্য, একটি পরিবারের মাত্র একটি জব কার্ডই দেওয়া হয়। যে জব কার্ডে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের

হিসেবে শ্রমিকরা গড়ে কাজ পেয়েছেন ৪৩ দিন। যা প্রতি মাসের হিসেবে গড়ে ৪/৫ দিন। সেই হিসাব অনুযায়ী থলাই জেলায় গত এক বছরে রেগায় কাজ হয়েছে ৫৯ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৫ দিন। কোমাই জেলায় গত এক বছরে রেগায় কাজ হয়েছে মাত্র ৪০ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৪ দিন। খোয়াই জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে ৪৭ দিন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সিনিয়র-জুনিয়র ডট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।
মহাকরণের অলিন্দে থেকে
পোস্টিং দিয়ে সিনিয়র-জুনিয়র
জট পাকানো ক্ষমতার রিফ্রেক্টেড
গ্লোরি পুলিশেও লেগেছে। সিনিয়র
অফিসারকে ওসি হিসেবে রেখে

পাস্টিং নিয়ে পুরো গোমতী
জেলায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়।
পুলিশে। বেশ কয়েকদিন আগে এই
বদলির নির্দেশ হলেও শঙ্কর সাহা
কর্জ নিতে আসেননি। ক্ষোভের
চাপে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারে
সুপ্রভ বর্মনকে গোমতী'র এসপি



বেড়া জাল তাদের জন্য নয়। এমন
রসিকতা ভরা গাণগল্প এখন
উদয়পুরের অলিত তে গলিত। জানা
গেছে, রাস্তার পাশে স্টল দাঁড়
করিয়ে সাধারণ হকচাক্রে পুষ্টিদ্রব্য
তুলে দিয়েও সরকারি জমির দখল
করে ধনীত পরিবার বসার জায়গা
বানালেও পুরসভা সেদিকে ফিরেও
তাকায় না। এমনই কাণ্ড দেখা
গিয়েছে উদয়পুরে। জানা গেছে,
উদয়পুর পুষ্টিপরিষদের চেয়ারম্যান
শীতল

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বর্মন, তাকে রেখেই মহারানি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অ্যাডহক ইনসপেকটর শঙ্কর সাহা-কে ওসি করে পাঠানো হয়। আবার কঁকড়াবান থানায়ই আছেন অ্যাডহক ইনসপেকটর মাধবী দেববর্মা। সুত্রত বর্মন ২০০৩ সালে পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। মাধবী দেববর্মা যোগ দিয়েছেন ২০০৭ সালে। শঙ্কর সাহা যোগ দিয়েছেন ২০১০ সালে। শৃঙ্খলিত বাহিনীতে এই রকম চাপিয়ে দেওয়া



আরও কয়েকটি বদলি করতে হয়েছে। আর কে পুর থানা থেকে মহারানি ফাঁড়িতে ওসি করেছে পাঠানো হয়েছে এসআই দেবব্রত শঙ্কর, এই থানারই এসআই বসন্তকুমার বসুকে তুলামুড়া ফাঁড়ির ওসি করে পাঠানো হয়েছে এসআই রূপক বন্দোকে অস্থায়ীভাবে এওসির দায়িত্ব পালন

প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কফসল ক্রয় করার সংস্থান এই বাজেটে রয়েছে। এরজন্য ২ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এবারকার



বাজেটে দেশের ৮০ লক্ষ পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে। জল জীবন মিশন প্রকল্পে ৬০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে বাজেটে। ২০২৩ অর্থবছরে ৫৫ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরি করা হবে। এর সুফল ত্রিপুরাও পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী



হেরে ন্যাচারাল ফার্মিয়ারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা ঘোষাওয়াই আরও ১ কোটি মহিলাদের নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে। ৭৫টি ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট চালু করা হবে। তিনি বলেন, এই বাজেটে কৃষি কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য ড্রোন পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সফি ফেব্রে ড্রোন তৈরির জন্য স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফল, সর্জি চায়ে কৃষকদের উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রয়েছে এই বাজেটে। প্রতিরক্ষা খাতেও বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে এই বাজেটে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা সমগ্রী তৈরিতে ভারতীয় নিজস্ব কোম্পানিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আরবিআই-র অধীনে ডিজিটাল মুদ্রা চালু করা হবে। দিয়াঙ্গদের জন্য কর ছাড় প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থছরে আর্থিক বৃদ্ধি হার ৯.২ শতাংশ হবে বলে আশা করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ● এরপর দুইয়ের পাগায়

নয়া নিদেশিকার প্রথমদিনেই জনমানসে বিভ্রান্তি, বিতর্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগস্টভান, ১ ফেব্রুয়ারি। শুধু
এই নির্দেশিকাতেই সরকার পক্ষ
যে অদূরদর্শিতার ছাপ রেখেছেন তা
নির্ণয়। নির্দেশ জারি করে ১০ নম্বর
পয়েন্টে চুক্তি বাহ্যেছে – ‘বাড়ি
অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে বিনা কার্ডের
কেউ বের হতে পারবেন না’
প্রয়োজন থাকলে চূড়ান্ত কোর্ট
বিষয় নিয়ে যাবার বা কর্মক্ষেত্রের
বাহিরে যাওয়ার যেতে পারে।
পরিবারের সদস্য বহির্ভূত বাকি
সকল নাগরিককেই কঠোরভাবে
এক অঙ্গের কাছ থেকে ছয় ভাউ
দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে।
রাস্তা এবং অন্যান্য পাবলিক প্লেসে
সবসময় এ নিয়ম একেই চলতে
হবে। শুধুনা একই পরিবারের

সদস্যদের এই নিয়ম থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং উনারা রাস্তায় অথবা অন্য জায়গায় পাশাপাশি হাঁটতে পারবেন।' হাস্যকর এবং অত্যন্ত হাস্যকর এই যুক্তি দিয়ে

সর্বোচ্চ একশোজনের
সংখ্যাটিকেও তুলে দেওয়া হয়েছে,
সেখানে রাস্তায় সকলকে ছয় ফুট
দূরত্ব মেনে চলতে হবে বলার
মানে? প্রশ্ন এটাও, যদি সত্যিই
outside home or workplace. In case of need,
aggressive COVID appropriate behaviour. All
member of a family shall maintain strictly 6
feet on roads and other public places at all
(they can walk on road and other places
পুষ্ট বলা হয়েছে, একই পরিবারের
সরান, তাহলে ছয় ফুট দূরত্ব বজায়
পারেন্তে এই নিয়ম উল্লেখিত।

10. People should avoid unnecessary movement outside home or workplace. In case of need, movement may take place by following aggressive COVID appropriate behaviour. All persons other than family members (not as a member of a family) shall maintain strictly 6 feet (2 Yards X 2 Yards) distance from each other on roads and other public places at all times. Only family members are exempted (they can walk on road and other places together).

করোনাবিধির নতুন গাইডলাইনে স্পষ্টত বলা হয়েছে, একই পরিবারের সমস্ত ছড়া যদি কেউ পথথাতো বেরান, তাহলে ছয় ফুট দূরত্ব জায়গা রাখতে হবে। নির্দেশিকাটির ১০ নম্বর পর্যায়ে এই নিয়ম উল্লেখিত।

২০'র লক্ষ্যে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরকলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। হিন্দি
বলয়ের ঢঙে ঘোড়া কেনাবেচার
মহড়া। এবার গুঃ হয়েছ এ
দরাজোও। ১২০২ সালে ক্ষমতা
নিশ্চিত করতে বিজেপি
এবার টার্গেট করছে পাহাড়কেই,
এই তথ্য দিচ্ছে বিজেপিরই এক
দীর্ঘসূত্রী গোটা দেশে অসম্ভবকে
সম্ভব করতে পারে এমনভাবে
রাজনৈতিক দল তার নাম বিজেপি।
গুণঘন্য সবট্যাও অসম্ভব হয়ে
গিয়েছে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। এছাড়া

গোয়ায় হাতেগোনা বিধায়ক নিয়ে
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের
ছোঁয়ায় সরকার গঠন করে
ফেলছিলো বিজেপি। একইভাবে
মণিপুরেও সরকার গঠন করেছিলো
তারা। এবার ২০২৩র ভোটা একটু
ভিন্নরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে এটা বুঝতে
পেরেই বেছে বেছে পাহাড়ের চার
থেকে পাঁচ এডিসি সদস্যকে কোটি
টাকার কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেওয়ার
উদ্যোগ চলাছে বলেও খবর। নাম
প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একটি সুত্র বলছে
বিজেপি বুঝেই গিয়েছে

আইপিএফটি কিংবা বিজেপির জনজাতি মোর্চা আগামী ভোটেও পাহাড়ে কিছু করতে পারবে না। পাহাড়ের কুড়িটি আসন দখল করতে হলে ত্রিপুরা মথাকৈ কব্জা করতে হবে। আর পাহাড়ের কুড়িটি আসন কব্জায় না এলে বিজেপি যে ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, তাও তারা দেওয়ালের লিখন পড়তে পেরেছে। সে কারণে এই মুহূর্তে বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য সিপিআইএম কিংবা তৃণমূল অথবা সুদীপ রায় বর্মদেবেরকে

রাজনৈতিকভাবে থামিয়ে দেওয়া
নয়, তিপ্রা মথাকৈ লক্ষ্যণ রেখায়
আটকে দেওয়াই বিজেপির একমাত্র
কাজ। তাদের একেবারে সরল অংক
গোছে তিপ্রা মথাকে রুখে দেওয়া
পালে বিজেপি রাজ্যের কয়েক
আটকাতে পারবে না। আর তিপ্রা
মথার মতিগতি দেখে বিজেপি এটা
বুঝতে পেরেছে তারা বিজেপির
সঙ্গে জোটেও যাবে না। ফলে,
কংগ্রেস-সিপিআইএম-তৃণমূল
কিংবা সুদীপ রাই বর্মণদের ছাড়
দিয়ে

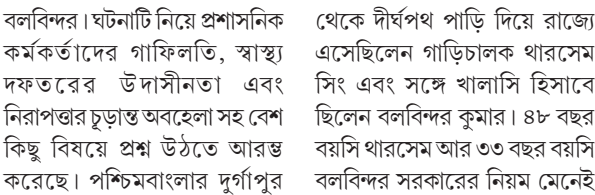
● এরপর দুইয়ের পাঠায়

‘পজিটিভ’ ঘরে আত্মহত্যা সহচালকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
গম্ভীরতা, ১ ফেব্রুয়ারি।। হয়তো
কান্ডেতে বাসে নিজে পরীবারের
সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সহচালক
বাবরখিলে-বুকে আনন্দ নিয়েই
বলছিলেন- ‘মু পহু গয়ে।’
অমলগর সাদা সত্য নাগাদ ১১
চাকার লরি নিয়ে চুরাইবাড়ি
দুজনে চালক থারসমে সিং এবং
সহচালক বাবরখিলে। সরকারি
যোথো মোতাবেক, বুধবার হলেই
করোনা পরীক্ষা করতে হতো না
দুজনে। চুরাইবাড়িতে করোনা
পরীক্ষা নিয়ে নতুন গাইডলাইন
জারি হওয়ার একদিন আগে চালক
এবং সহচালক দু’জনেই করোনা
পরীক্ষা করবেন। ঢালক রিপোর্ট

**রিপোর্টে চালক
পজিটিভ,
সহচালক
নেগেটিভ!**

আসার পর জানতে পারেন তিনি পজিটিভ। সহচালক বলবিন্দরের রিপোর্ট ‘নেগেটিভ’। কিন্তু চূড়ান্ত বেনাদায়ক ঘটনা এটাই, করোনো পজিটিভ হলে চুরাইবাড়ি টেস্টিং সেন্টারের যে ঘরটিতে বসানো হয়, সেই ঘরটিতে নিজের প্যান্টের ডুরি খুলে এদিন আব্রহাম্য করলেন



থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে রাজো এসেছিলেন গাড়িচালক খারসেম সিং এবং সঙ্গে খালাসি হিসাবে ছিলেন বলবিন্দর কুমার। ৪৮ বছর বয়সি খারসেম আর ৩৩ বছর বয়সি বলবিন্দর সরকারের নিয়ম মেনেই

পাড়ি নিয়ে উত্তর জেলায় প্রবেশ
করে পুর কানোনা টেস্ট করলে
মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেই স্বাস্থ্য ও
পরিসার কল্যাণ দফতরের তরফে
এক নির্দেশিকা জারি হয় যে
ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ থেকে
সহ ফোনবাড়ি সহ কোথাক
রেজালটেশনেই যাবেন না কোনো
পরীক্ষা করতে হবে না। এরই
নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ায় একদিন
আগেই করোনা পরীক্ষা এবং তার
ফলাফল নিয়ে এতো আতঙ্কভরা
কনফারেন্স বেয়ে অন্য বক্তৃতির বহলে
সহকারীর অভিযোগ। মঙ্গলবার
ফোনবাড়ি করোনা টেস্ট স্টোরে
এক দরিদ্র প্রাণীর সাংঘাতিক
অর্থহীন খাদ্যের দুইয়ের পাখ

প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। আইন পেশা থেকে সংসদীয় রাজনীতি—সর্বত্রই সকলের কাছে ‘প্রিয়’ ছিলেন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। আইন পেশা থেকেই রাজনীতিতে পা রাখা। বামপন্থী ভাবধারায় বেড়ে উঠা রমেন্দ্রবাবু ধর্মনগর মহকুমায় ১৯৫৩ সালের ১০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রাজ্যে পৌঁছতেই সংশ্লিষ্ট মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৮ যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে আসছেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ বিধানসভার সদস্য। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ থেকে ২০১৮ সাল টানা ১৫ বছর রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ’র দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্য বিধানসভার ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি



করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা যুবরাজনগর বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্র থেকে বর্তমান বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মঙ্গলবার কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ডাইবেটিস রোগে

আক্রান্ত ছিলেন। নিয়মিত ডাইলিসিস নিতেন। তিনি ২০ মার্চ, ২০০৩ থেকে ১৪ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত এক নাগারে নবম, দশম এবং একাদশ বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। তিনিই ত্রিপুরা বিধানসভার একমাত্র অধ্যক্ষ যিনি একনাগাড়ে ১৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিপিএম’র তরফে বলা হয়েছে, কলকাতা প্রিটোরিয়া রোডস্থিত ত্রিপুরা ভবনে সিপিআই(এম) নেতা ত্রিপুরা বিধানসভার দীর্ঘদিনের সদস্য, প্রাক্তন স্পিকার আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। কিডনির সমস্যা’র জন্য তাঁকে নিয়মিত ডায়ালিসিস নিতে হত। চিকিৎসার প্রয়োজনেই তিনি কয়েকদিন আগে কলকাতায় যান এবং মঙ্গলবার তাঁর আগরতলায় ফিরে আসার কথা ছিল। ভবন থেকে আগরতলায়

ফেরার জন্য রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে কোন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে ত্রিপুরা ভবনেই প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। আইন বিষয়ে শিক্ষা শেষ করে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন কংগ্রেস-যুব সমিতির জোটের শাসনে চরম সন্ত্রাসের আবহে রমেন্দ্র দেবনাথ সিপিআইএম দলে যোগ দেন। তিনি প্রথমে অবিন্দক্ত ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সদস্য হন। পরবর্তীকালে ধর্মনগর মহকুমা কমিটি বিভাজিত হলে তিনি পার্নাসিগার মহকুমা কমিটির সদস্য হন। এর কিছুদিন পর উত্তর জেলাকমিটি গঠিত হলে তিনি জেলা কমিটিরও সদস্য হন। ১৯৯৩ সাল থেকে লাগাতারভাবে ৬টি নির্বাচনে রমেন্দ্র দেবনাথ উত্তর জেলার ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ●এরপর দুইয়ের পাঁচায়

প্রতিমার শোক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি তাঁর শোকা বাতায় বলেছেন ‘যুবরাজ নগর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের অস্তুিম প্রস্থান সংবাদ জেনে অত্যন্ত ব্যথিত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। পরম মঙ্গলয় তাঁর পরিজন ও গুণমুগ্ধদের এই শোক কাটিয়ে উঠার শক্তি প্রদান করুন।’

বাড়ছে মৃত্যু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। করোনা নিয়ে যখন টিলেমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য, এই সময়ে প্রত্যেকদিন মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে। মঙ্গলবার আরও ৬ জন সংক্রমিত মারা গেছেন। একদিনে ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অনেকেই আবার স্বাস্থ্য দফতরের টিলেমির অভিযোগ তুলছেন। এমনকি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। যদি তা না হতো, তাহলে প্রত্যেকদিন মৃত্যুর মিছিল এভাবে লম্বা কেন হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন জনসাধারণের। স্বাস্থ্য দফতর মঙ্গলবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘটায় ৪ হাজার ১৯৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৮২ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ ৯ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন সব মিলিয়ে ১৪৩ জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। তবে ২৪ ঘটায় করোনা মুক্ত হয়েছে ৯১১৯ জন। রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০২ জনে। এদিন দুপুর পর্যন্ত ৩৫২৫ জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। এদিকে দেশেও ২৪ ঘটায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। ২৪ ঘটায় ১১৯৯ জন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশে করোনা আক্রান্ত ৪ লাখ ৯৯ হাজার ২৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চুরি করতে গিয়ে আটক নেশাখোর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। কয়েকজন মিলে এই চোরকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃত যুবকের নাম দেবাশিস দেববর্মা। তার বাড়ি বোধজংনগর থানার বুড়িবাজারবাড়ি এলাকায়। ঘটনাটি হয়েছে মঙ্গলবার রাতে নন্দননগরের এসডিও চৌমুহনি এলাকায়। এই এলাকাতেই রাস্তার পাশে একটি দোকান থেকে টাকা নিয়ে বের হতেই এক যুবককে ধরে ফেলেন এলাকাবাসীরা। তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ধৃত দেবাশিসকে আটক করে। তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের কৌটাতো পায় পুলিশ। দেবাশিস জানিয়েছে, কৌটোগুলি তার। গঙ্গা চৌমুহনিতে একজনকে কাছ থেকে কৌটোগুলি কিনেছে। রাস্তার পাশে দোকানটি খালি দেখে চুরি করতে ঢুকছিল বলে নিজেই স্বীকার করে নেয়। তবে সব মিলিয়ে ক্যাস বাজে ২০০ টাকাই পেয়েছিল। দেবাশিসের আরও দাবি, তার সঙ্গে এক বন্ধুও ছিল। কিন্তু সে পালিয়ে গেছে। এদিকে নেশায় আসক্ত যুবকরা দোকান এবং বাড়িঘরে চুরি করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদের মধ্যে দেবাশিসও রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল নেশাকারবারদের গ্রেফতারের দুলি উঠেছে।

খুলছে হোস্টেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের সিদ্ধান্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর পরিচালিত সমস্ত হোস্টেলগুলি আগামীকাল থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা দফতর পরিচালিত ডিগ্রি কলেজের হোস্টেল, টেকনিক্যাল কলেজ, ডায়েট ও প্রফেশনাল কলেজগুলি হোস্টেলগুলিতে আগামীকাল থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তাঁর নিজ অফিসকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, করোনার প্রকোপ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের সমস্ত হোস্টেলগুলি পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল। হোস্টেলগুলি আগামীকাল থেকে পুনরায় খোলার বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাদফতর এবং উচ্চশিক্ষা দফতর পৃথক পৃথকভাবে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য আরও ৪০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য ২২ জন ককবন্ধ বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে



শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন চাকরিপ্রাপকদের। খুশি মন্ত্রীও।—ছবি নিজস্ব তালিকা টিপিএসসি থেকে পাওয়া গেছে। শীঘ্রই তাদের নামে অফার ইস্যু করা হবে। এই ৫৭টি লেকচারার পদে নিয়োগ হলে টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা থাকবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যের ডিগ্রি কলেজগুলিতে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এবং শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য আরও ৩৯৫টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদ সৃষ্টির জন্য অর্থদফতরে পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে

শিক্ষা দফতর গত ৪ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে ৩৪টি সংস্কার করেছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্যে ত্রিপল আইটি স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২০টি কলেজকে ন্যাকের আওতায় আনা



হয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের আইএএস, আইপিএস, আইএফএস ইত্যাদি পরীক্ষার কোচিং এর জন্য লক্ষ্য নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যে ন্যাশনাল ফরেলিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আগামীদিনে রাজ্যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষের জুলাই মাস থেকে রাজ্যে একটি ইংরেজি মাধ্যম কলেজ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গত ৪ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার কার্যকর করেছে।

প্রথম অ্যাজ্জিওপ্লাস্টি সার্জারি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের হৃদরোগের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবার এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর) ডিপার্টমেন্টের সাকফল্য অব্যাহত রয়েছে। ওমেনে হার্ট সার্জারি ও বাইপাস সার্জারির পর এবার জিবি হাসপাতালে প্রথম অ্যাজ্জিওপ্লাস্টি সার্জারি সম্পন্ন হল। গত ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ৫৫ বছর বয়সী উদয়পুরের হারাদন সূত্রধর বুকে ব্যথা নিয়ে জিবি হাসপাতালে আসেন। সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ক্যাথ ল্যাবে অ্যাজ্জিওগ্রাম করলে তার হার্টের একটি রমনীতে ব্লকেজ ধরা পড়ে। ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিদেবী তার অ্যাজ্জিওপ্লাস্টি করেন। সঙ্গে ছিলেন কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইনচার্জ কার্ডিাক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য, ডাঃ অরুণ দেব, ডাঃ সুরজিং পাল, ক্যাথ ল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথ ল্যাব নার্স প্রাণকৃষ্ণ দেব, দেবব্রত দেবনাথ, অম বাহাদুর জমাতিয়া ও সুজন সাহু এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। বর্তমানে রোগীর অবস্থা ভালো রয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রোগীকে ছুটি দেওয়ার কথা ভাবাছেন চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পুলিশের কাজ করলো বাজার কমিটি



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১ ফেব্রুয়ারি।। যে কাজ পুলিশের করার কথা ছিল তা করে দেখালো বাজার কমিটি। জানা যায়, গত ১৭ জানুয়ারি জয়ন্ত দে নামে এক ব্যক্তির টিআর ০১পি-৫২৮৯ নম্বরের একটি বাইক আগরতলার বড়দোয়ালি এলাকা থেকে হারানো যায়। পরবর্তী সময় এই ব্যাপারে এডি নগর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে এডিউনগর থানার পুলিশ কোনোভাবেই চুরি যাওয়া বাইকটি খুঁজতে চেষ্টা করেনি বলে অভিযোগ। পুলিশের যে কাজ করে দেখার কথা ছিল তা করে দেখালো গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজার কমিটি। বাইক মালিক জয়ন্ত দে অনেক খোঁজখুঁজি করেও বাইকটি খুঁজে পাননি। তবে গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজারে নাইট ডিউটিতে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীরা বাজারের পাশে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একটি বাইক একেবারে পাশে। তারপর এই ব্যাপারে নিরাপত্তারক্ষীরা উক্ত বাজার কমিটিকে জানান। পরবর্তীতে গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজার কমিটির লোকেরা বাইকের আসল মালিক খুঁজে বের করে এবং মঙ্গলবার বাইক মালিক জয়ন্ত দে’র কাছে বাইকটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে অবাক করার বিষয় হচ্ছে এডিউনগর থানার পুলিশের কাজ ছিল চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে বাইক মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া এবং চুরির সাথে জড়িতদের আটক করা।

সিএনজি নিয়ে নাজেহাল চালকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি।। ঘটনার পর ঘটী লাইনে দাঁড়িয়েও যানবাহনে সিএনজি গ্যাস ভরতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যান চালকরা। ঘটনা

পরিবার এবং রুটি- রুজি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। কারণ তারের একমাত্র ভরসা এই ছোট ছোট গাড়িগুলো। এইগুলো চালিয়ে তারা



সংসার নির্বাহ করে। ছোট-বড় সিএনজি পরিচালিত যানবাহন চালক এবং মালিকরা চাইছে বিশ্রামগঞ্জ এজেন্সি কর্তৃপক্ষ যাতে

পূর্বের মতোই সকাল ছয়টা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত গ্যাস দেয়। তাহলে কোন সমস্যা হবে না। রুটি রুজি তে আঘাত আসবে না। রাজ্য হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানিয়েছে সিএনজি চালিত যানবাহন চালক এবং মালিকরা।

রাজ্য সরকারকে

সুপ্রিম কোর্ট’র বকা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। “রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না।” ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বলল সুপ্রিম কোর্ট; আসাম রাইফেলস’র সাথে ত্রিপুরা সরকারের জমি নিয়ে মামলায় বিচারপতি এম আর শাহ ও বিডি নাগারত্ব’র বৈধতাশুনানিতে থাকা রাজস্ব দফতর’ের অধিকারিককে বলেছে।” মনে করবেন না এটা আপনাদের রাজ্যের সম্পত্তি। ভারতের সম্পদ।, আপনারা কী মনে করেছেন, আমরা আসাম রাইফেলসকে জমি খালি করে দিতে বলব? আপনাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে বলুন, এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু না বানানো। “আপনাকে বলছি না, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি।“ আগরতলায় আসাম রাইফেলস যেখানে আছে, তারা ১৯৫১ সাল থেকে সেখানেই আছে রাস্তাপতির এক আদেশ বলে। জমির মালিকানা নিয়ে আসাম রাইফেলসের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকার’র মামলা চলছে। ত্রিপুরা সরকার মামলাটি দ্রুততবি রাখতে আবেদন জানায় আদালতের কাছে। সরকারের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার জমিটি আসাম রাইফেলসের নামে করে দিতে যে নির্দেশ দিয়েছে, তার পুনর্বিবেচনা ●এরপর দুইয়ের পাঁচায়

স্কীমে সন্তুষ্ট নয় এসএসএ শিক্ষকরা উচ্চ আদালতে আজ শুনানি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ।। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন গত চার বছরে ত্রিপুরা হীরা গ্লাস হয়ে গেছে। ভিশন ডকুমেন্টের নব্বই শতাংশে কাজ শেষ। এমনকি ভিশন ডকুমেন্টে ছিল না এমন বহু কাজও নাকি উনার সরকার করে ফেলেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য কি তাই ? অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নিযুক্ত রাজ্যের পাঁচ সহস্রাধিক চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রী এবং উনার সরকারের এই দাবি মানতে নারাজ। কারণ ভিশন ডকুমেন্ট অনুসারে এই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের ইতিমধ্যেই নিয়মিতকরণের কথা ছিল। তাছাড়া ২০১৭ সালে ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে এই শিক্ষকদের আমরণ আদেশন মঞ্চে গিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া ঢালাও প্রতিশ্রুতির কথাও বর্ণিত এই শিক্ষকরা ভুলে যায় নি। ভুলে যাননি দীর্ঘ বার্ম আমলে প্রতিটি বিধানসভা অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের জন্য মায়াকাল্লা আর সেই সব ঐতিহাসিক ভাষণ গুলি। অথবা বর্তমান বাস্তব সত্য হল গত চার বছরে এই শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়ল না এক পরস্যাও। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মহামান্য উচ্চ আদালতের ডিভিশন বৈধ এই শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিলেও রাজ্য সরকার এই রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বন্ধনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে বলেও ঐ শিক্ষকদের সংগঠন তথা ত্রিপুরা এস এস এ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মনে করছে। যার সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক সজল দেব পুনরায় উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সজল দেবের বক্তব্য হল , গত ২০১২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মহামান্য উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বৈধ এক ঐতিহাসিক রায়ে রাজ্যের সকল এস এস এ শিক্ষক যাদের পেশাদার প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যেই দশবছর পূর্ণ করেছে তাদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দফতর তা না করে কেবল টোটো উদ্ভীর্ণের নিয়মিতকরণ সহ বাবদদের অনিয়মিত রেখেই একটি স্কীম তৈরি করে। এই স্কীম উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপন্থী দাবি করে এবং স্কীমটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় উচ্চ আদালতে মামলা ঠেকেছে। সজল বাবু। মামলার নম্বর ডব্লিও পি (সি) /৮৬৬/২০২১। বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ●এরপর দুইয়ের পাঁচায়

এএসপি’র গাড়িতে কালো গ্লাস

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। এক অ্যাডিশনাল এসপি’র সরকারিতে গাড়িতে শোভা পাচ্ছে কালো-কাঁচ, বা টিন্টেড গ্লাস। সিপাহিজলা জেলার অ্যাডিশনাল এসপি রণধীর দেববর্মা সেই গাড়ি ব্যবহার করেন, পুরো কাঁচই কালো রঙে ঢাকা। সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকল রুলসে এবং সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে ভারতে টিন্টেড গ্লাস লাগানো যায় না। সর্বোচ্চ আদালত’র নির্দেশ আসার আগেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা জায়গায় এই নিয়ম ছিল, সন্ত্রাসবাদী কাজের কারণেই সেই নিয়ম ছিল। তারপর একসময় অপরাধ রূখতে সর্বোচ্চ আদালতের এক নির্দেশ হয়। সারা দেশেই চালু থাকার কথা। অ্যাডিশনাল এসপি মনের সুখে টিন্টেড গ্লাস লাগানো গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে কালো কাঁচ লাগানোর কারণ কী। সবাই স্বচ্ছ কাঁচের গাড়ি ব্যবহার করলেও, তার কী প্রয়োজন পড়েছে কালো কাঁচে দেয়াল তুলে গাড়ি চড়ার। কী সেই গোপনীয়তা। রাজ্যের এতগুলি আমল পার হয়ে গেলেও কোন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্যান্য মন্ত্রী-আমলাদের গাড়িতেও এই কালো গ্লাস দেখা যাবনি। সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকাল রুলস’র ১০০ ধারায় ২০১২ সালের সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশ অনুসারে গাড়িও গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। কোনও গ্লাসে কালো পেপার লাগিয়েই বিভিন্ন অপরাধ করে থাকেন অপরাধীরা। তাই ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশিকা জারি করেন কোনও গাড়িতে যদি এমন ভাবে কালো গ্লাস লাগানো হয় তাহলে পুলিশ তার বিরুদ্ধে যদি নিয়মিত বাস্তবতা নিয়ে পারবেন অথবা ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে। পুলিশ বাইক কিংবা গাড়িতে অনানা আইন ভঙ্গ করার জন্য জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি কোন গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো থাকলে সেই গ্লাস পেপার খুলে দেওয়ার পাশাপাশি জরিমানাও আদায় করতে দেখা যায়। যদিও আগরতলা শহরেই পুলিশকে কাল গ্লাসের বিরুদ্ধে অভিযান করতে দেখা যায়। সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে পুলিশ যানবাহন থেকে কালো গ্লাস খুলে দেন। কিন্তু সিপাহিজলা জেলায় দেখা গেল এক বিরল চিত্র ! আইন ভাঙলেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণধীর দেববর্মা। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশিকার ●এরপর দুইয়ের পাঁচায়

ক্ষতিপূরণের দাবি মানিক-সুদীপ-সুবল’র

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিজ্ঞাপন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান দেখতে ছুটে গেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অকেইয়। প্রত্যেকেরই প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা ত হবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে দাবি তুলেছেন। মেয়র দীপক মজুমদার ক্ষতিগ্রস্তদের দোকান নিগম থেকে বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। সোমবার প্রাতে বড়জলা মহান ক্লাবের কাছে

আওনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২৬টি দোকান। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানগুলো। মঙ্গলবার সকালে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, এখানে সবাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে তহবিল রয়েছে সোমনে থেকে সরকার চাইলে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। ছুটে যান বিধায়ক ডা. দিলীপ দাসও। তিনি ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজেপির বিধায়ক সুবল রায় বর্মণ, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক, সিপিএম নেতা পবিত্র কর, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছুঁয়ে দেখছেন। সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়েছেন, আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে। তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে দাবি করেছেন। তার বক্তব্য,

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে। এগুলি খরচ হচ্ছে না। এখান থেকে সরকার চাইলে সহজেই সহযোগিতা করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দেখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, অধিকাংশ দোকান সরকারি খাস জায়গায় ছিল। শুধুমাত্র ৫টি দোকানধর ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে সরকারের জমিতে ঘর না তুলতে দাবি বলেছেন। এদিকে মেয়রের

বক্তব্যে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছেন সিপিএম নেতা পবিত্র কর। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে বহু বছর এই দোকানগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। এই মুহূর্তে খাস এবং ব্যক্তিগত মালিকানা না দেখে সবাইকে সাহায্য করার দাবি তুলেছেন পবিত্রাবাবু। এদিকে সরর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি টিম ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করছেন। যদিও এদিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সরকারি সাহায্য পাননি।



সরব সুবল

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে ‘পেগাসাস-স্পিন বাজেট’ বলে অভিহিত করে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেছেন যে কেন্দ্র আবারও ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সমস্যাচ্ছে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে আসন্ন নির্বাচনি রাজ্যগুলোকে খুশি করা যায়। সুবল ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন মাত্র একদিন আগে



সংসদীয় বিষয় এবং নির্বাচনকে আলাদা করার উপর জোর দিয়েছিলেন, তার সরকার সেই পন্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাজেটকে রাজনৈতিক বলে অভিহিত করে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বলেছেন যে বাজেটটি শুধুমাত্র নির্বাচনি রাজ্যগুলির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। মহামারীতে চাকরি হারিয়েছেন এমন লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবহেলিত করা হয়েছে এবং শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থকেও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সুবল ভৌমিক যোগ করেছেন যে তিনি গভীরভাবে হতাশ হয়েছেন কারণ বাজেট ভারতীয়দের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে কারণ কেন্দ্র দেশের যুবকদের জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাজেট ইস্যুতে তৃণমূল রীতিমতো সুর চড়িয়েছে। বিজেপি ব্যতিত বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে বাজেটকে তীব্র ভাষায় কটুক্তি করা হয়।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : দিনটিতে মেষ রাশির পক্ষে শুভ। কর্মভাব শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে। ভাব শত্রুতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা দরকার।

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকারের শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

মিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দৃষ্টিচ্যুত দেখা দেবে। প্রেম-প্ৰীতির ক্ষেত্রে সাবধানতা চলা দরকার।

কর্কট : দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পাটনার থাকলে মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ বৃদ্ধির যোগ আছে।

সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে নার্সাসেন্স, টেনশনের কারণে মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

তুলা : চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতর্ক

আজ মোদির ভাষণ



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ২ ফেব্রুয়ারি আত্মনির্ভর ভারত ভাবনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের উদ্দেশে ভাষণ রাখবেন।

বেলা ১১টায় এই ভাষণপর্ব শুরু হবে। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়েও এই ভাষণ সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারে মূল আয়োজন থাকছে। সাংগঠনিক

জেলাস্তরেও থাকবে ভাষণ শোনার পর্ব। আগরতলায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এই আয়োজনে প্রদেশ সভাপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত থাকবেন। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ ও সম্পাদিকা অমিতা বণিক। রাজ্যে আগরতলা-সহ সাংগঠনিক জেলাস্তরে এই আয়োজনের কথা জানিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনায় বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন তারা।

পাখি মৃত্যুতে তদন্ত রিপোর্ট চাইলো উচ্চ আদালত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। সুখসাগর জলাশয়ে বিরাট সংখ্যক পরিযায়ী পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় উচ্চ আদালত মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের উপর ৭ দিনের নোটিশ জারি করেছেন। উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয়ে ২৭

জানুয়ারি বিরাট সংখ্যক পরিযায়ী পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে সঠিক তদন্ত ও পরিযায়ী পাখিদের শিকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য আইনজীবী কৌশিক নাথ জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। ব্রিট পিটিশনে বলা হয়, পরিযায়ী পাখিরা রাজ্যের অতিথি এবং

শীতকালে ত্রিপুরায় অবস্থানকালে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা রাজ্য সরকারের আইনি দায়িত্ব। প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মহান্তি ও বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বৈধ রাজ্যের মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষককে সুখসাগর জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলনের দিন তারিখ আবার পরিবর্তন হলো। ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারির বদলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি। জানিয়েছেন সিপিএম’র রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। অনিবার্য কারণবশতঃ রাজ্য সম্মেলনের পূর্ব যোথিত তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলার টাউন হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আপোশ নীতির বিপক্ষে নতুন সংগঠন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। নিয়মিতকরণের দাবিতে টেট শিক্ষকদের পক্ষে উচ্চ আদালতে এক মামলা দায়ের করেছে টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। বর্ধিত টেট শিক্ষকদের একাংশেরা মিলে সম্প্রতি এই নতুন সংগঠনটি গড়েছে। আলাদা নতুন সংগঠন গড়েই আদালতের দারস্থ হয়ে আইনী লড়াইয়ে নেমেছে। মঙ্গলবার মামলাটি গ্রহণ করে ছয়

চন্দ্রানী চন্দ্রন জানিয়ে দেন যে, বিগত সরকারের আমলে অর্থ দফতরের এক মেমোরেন্ডামের ভিত্তিতেই চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করার পরই টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা যাবে। এই নিয়ম মেনে মঙ্গলবারই ৫৮ টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। ২০০৭ সালের ১৬ অক্টোবর জারি অর্থ দফতরের সেই সেহা মূলে গ্রুপ-সি

শিক্ষকরা প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত হিসেবে চাকরি করে থাকেন। রাজ্যে পুলিশ দফতরে চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত হিসেবেই নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে টেট শিক্ষকদের নয় কেন, টেট শিক্ষকরা প্রশ্ন তোলেন। এদিকে রাজ্যে টেট শিক্ষকদের বিভিন্ন দাওয়া নিয়ে টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েন প্রথম থেকেই আন্দোলন করে আসছিল। কিন্তু টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার



সপ্তাহের সময় দিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ জারি করেছে টেট শিক্ষকরা গ্রুপ সি শ্রেণির কর্মচারী। কিন্তু টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি এই নিয়মের বিরুদ্ধে। সংগঠনের পক্ষে মঙ্গলবার হায় গুধু টেট শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই নয়, সংগঠন সমস্ত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বন্ধ করার দাবি করছে। এই দাবিতেই মামলাও দায়ের করেছে টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। শিক্ষা অধিকার আইন মেনেই টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় দেশের অন্যান্য রাজ্যে

ও গ্রুপ-ডি চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করলে নিয়মিত করা যাবে। রাজ্যে টেট শিক্ষকরা গ্রুপ সি শ্রেণির কর্মচারী। কিন্তু টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি এই নিয়মের বিরুদ্ধে। সংগঠনের পক্ষে মঙ্গলবার হায় গুধু টেট শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই নয়, সংগঠন সমস্ত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বন্ধ করার দাবি করছে। এই দাবিতেই মামলাও দায়ের করেছে টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। শিক্ষা অধিকার আইন মেনেই টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় দেশের অন্যান্য রাজ্যে

অ্যাসোসিয়েনের কর্মপন্থাতে অসন্তোষ্ট হয়েই নতুন এই টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি জালালেন বাদল পাল। নতুন সংগঠন করেই আইনী লড়াইয়ে নেমেছে পড়েছে। অন্যদিকে টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েনের বর্তমান সরকারে আমলে আপোশের রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময় টেট শিক্ষকদের নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সরকারকে ধন্যবাদ জানাতেও দেখা গেছে। এইসবের প্রতিবাদ জানিয়েই নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।



কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করলো অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

আগরতলায় ৫০০ শয্যার হোস্টেল

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০০ শয্যার হোস্টেল করার দাবি জানালেন টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা। ছাত্র যুব ভবনে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আগরতলায় অত্যাধুনিক কাঠামোতে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হোস্টেল করার দাবি জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিকে তিনি বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করে বলেছেন, অনেক হোস্টেলগুলোতে খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা নেই। এক বেলা রান্না করে দু’বেলা খাওয়ানো হয়। পানীয় জল-সহ অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। টিওয়াইএফ’র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা জানিয়েছেন, তারা বিভিন্ন দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এডিসি এলাকার অধিক ক্ষমতা চায় এই বামপন্থী যুব সংগঠন। তার পাশাপাশি ককবরককে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার,

নিজস্ব হরফের ব্যবস্থা করা, ভাষা-কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশ, এডিসির অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন। অমলেন্দু দাবি করেছেন, এই রাজ্যে ইন্ডিজান উৎসবের নামে কোটি কোটি খরচ করে হিন্দি গানের আসর করা হয়েছে। একদিকে তিপ্রা মথা অ্যান্ডিগে বিজেপি। গুধু হিন্দি গানের আসর করেই মানুষের মধ্যে বার্তা দিতে চায়। অথচ এই টাকা দিয়ে আরও উন্নয়ন করা যেতো। মানুষ জল পাচ্ছে না রান্না অবরোধ করেছে। মহিলারা কাজ পাচ্ছে না। পাহাড়ে কাজের সংকট। এডিসি-নন এডিসি এলাকায় এখনও মানুষ রান্নার জন্য অবরোধ

করে। বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে থেকেই তিপ্রালান্ডের দাবি করে যুবক যুবতি-সহ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তার পাশাপাশি এখন নতুন করে মানুষের মোড় ঘুরিয়ে দিতে গ্রেটার তিপ্রালান্ডের কথা বলা হচ্ছে। এগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। ৯ মাসের এই সময়ে এডিসিতে তিপ্রা মথা কিছুই করতে পারেনি। মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। স্বচ্ছতার কথা বলা হলেও চাকরি থেকে নানা কর্মসূচি ইস্যুতে কেলেঙ্কারির অভিযোগ করেছে তিনি। গ্রেটার তিপ্রালান্ড অবাস্তব, অসম্ভব। ১৯৬৭ সালে টিইউজেএস স্বাধীন ত্রিপুরার কথা

বলেছিল। পরবর্তী সময়ে আলাদা রাজ্যের দাবির কথা বলা হয়েছে। এখন টিইউজেএস নেই, মুছে গেছে। পরবর্তী সময়ে যারাই আলাদা রাজ্যের দাবি করেছে তারা প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুর চড়াচ্ছে। টিওয়াইএফ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে গোটা রাজ্যে। থাকবে রক্তদান শিবির থেকে নানা কর্মসূচি। সামগ্রিক ব্যবস্থাগুলো নিয়ে এদিন সংগঠন তুলে ধরেছে তাদের বক্তব্যগুলো। তার পাশাপাশি বর্তমান সরকার ও এডিসি প্রশাসনের সাথে বাম আমলের তুলনা টেনে রাজনৈতিকভাবেও সুর চড়ালেন অমলেন্দু, কৌশিক রায়, নেতাজি দেববর্মা।



ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৩									
2	4	1	5					7	
5								2	9
6								4	
			8		5	3			
									5 7
			4		3				8 1
9		5		1				7	2 8
3	1							5	
4								9	1 6 3
1	3	2	6	5	7	4	9	8	
5	6	8	2	4	9	3	7	1	
4	7	9	1	3	8	5	6	2	
6	9	5	7	1	3	8	2	4	
8	2	3	4	9	6	7	1	5	
7	1	4	8	2	5	6	3	9	
3	5	6	9	8	1	2	4	7	
9	4	7	5	6	2	1	8	3	
2	8	1	3	7	4	9	5	6	

থানার সামনেই চুরি, আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের সাহায্য চাইতে এসে বাইসাইকেল এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খোঁজানেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার আরকপুুর মহিলা থানার সামনে থেকে জটৈক দুলাল মিয়া’র বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় কে বা কারা। খিলপাড়ার বাসিন্দা দুলাল মিয়া কোন একটি বিষয় নিয়ে মহিলা থানায় এসেছিলেন। তিনি থানা থেকে বের হয়ে দেখেন তার বাইসাইকেলটি উধাও। এদিকে বাইসাইকেল চুরি হয়ে যাওয়ার পর দুলাল মিয়া প্রশ্ন তুলেন থানার সামনে থেকে কিভাবে চুরি হয়? ঘটনার সময় থানার সেকিউ সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও কি ঘটনাটি দেখেননি? নাকি পুলিশই চোরদের রক্ষাকর্তা? মহিলা থানার সামনে থেকে বাইসাইকেল চুরির ঘটনাটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কারণ, থানার সামনেই যে চোরেরা খাঁটি গেড়ে বসেছে তা এই ঘটনায় প্রমাণিত। আর পুলিশ চোর ধরার জন্য এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু চোরেরা তা পুলিশের চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরছে না।

কংগ্রেসের কনভেনশন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রুক স্তরে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সিমলা রুক কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুরত সিং, পিসি’সি’র সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন চৌধুরী, পার্থ সরকার, মদন মোহন সাহা, রুক প্রেসিডেন্ট ফণী লাল দেববর্মা, অমর লাল সরকার-সহ অন্যান্যরা। ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কনভেনশন। বর্তমান সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেন সকলে। কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এই ভাবনায় আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শুরু হয়ে গেছে কংগ্রেসের কনভেনশন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবেও ভূমিকা পালন করার অঙ্গীকারের কথা জানাচ্ছে নেতৃদ্বন্দ। রাজ্য কংগ্রেসের দরজা খোলা রেখে শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করেন এই কংগ্রেস দল থেকেই যাদেরকে নেতা বিধায়ক বানানো হয়েছে তাদেরকে লুফে নিয়েছে বর্তমান শাসক বিজেপি। আবার অনেকেই কংগ্রেসে ফিরে আসতে চান। এমন দাবি করে কংগ্রেস এখন গোটা রাজ্যেই সাংগঠনিক তৎপরতাও বৃদ্ধি করেছে।



শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠান

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বরোণা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা গুরু রতন সেনগুপ্তের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় রবীন্দ্র ভবনে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট বেহালা বাদক অশোক দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. দেবরত ভারতী-সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে অশ্বাশ্বকি কলকাতার মথুরা চ্যাটার্জী, তবলা লহরায় থাকবেন দেশের প্রখ্যাত তবলা শিল্পী কলকাতার পণ্ডিত পরমল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা।

পাখি মৃত্যু জনসচেতনতায় দফতর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কিছুদিন আগে উদয়পুর সুখসাগরে আসা প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল কে বা কারা বিষ প্রয়োগ করে পাখিদের হত্যা করেছে। সেই ঘটনার পর বন দফতরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে। এতদিন পর্যন্ত বন দফতরের কর্তারা নিজেরাও ভুলে গিয়েছিলেন বন্যপ্রাণী আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও অসচেতনতা থেকে গেছে। তাই নাগরিকদেরও সচেতন করা প্রয়োজন। কিছুটা দেরিতে হলেও অশেষাঘে বন দফতর কর্তাদের বিষয়টি মনে পড়েছে। তাই এখন সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার খিলপাড়া শীতলাতলা মাঠে বন দফতরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক শিবির। সেখানে উ পস্থিত ছিলেন মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক, পঞ্চায়েত প্রধান মনিক চক্রবর্তী, সমাজসেবী প্রবীর দাস-সহ অন্যান্যরা। এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের বলা হয়েছে বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করাটা তাদেরও দায়িত্ব। কেউ যাতে আইন হাতে তুলে না নেয় সেদিকে সবাইকে নজর রাখার আহ্বান রেখেছেন তারা। যদি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে দেখেন তাহলে অবশ্যই প্রশাসনকে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে।

ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। মোবাইল নিয়ে ঝগড়া করে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা ১৭ বছরের স্কুল ছাত্রের। বিশালগড় লক্ষ্মীবিল এলাকা থেকে ওই ছাত্রকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন মোবাইল নিয়ে ছেলেকে বকাবকা করা হয়েছিল। এরপরই ছেলেটি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তারা এখন ছেলের সুস্থ হয়ে উঠার প্রার্থনা করছেন। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন।

মটরশুঁটি চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। মটরশুঁটি চাষ করেও ক্ষতির সম্মুখীন কৃষকরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মগবাড়ি এলাকার প্রায় ৬০টি পরিবার কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষ করেই তারা সংসার প্রতিপালন করেন। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক



দুর্যোগের কারণে শাক-সবজি নষ্ট হয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। একইভাবে মটরশুঁটি চাষ করেও তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। একেতো এ বছর মটরশুঁটির ফলন অনেক কম হয়েছে তার উপর অনেক গাছ মরে গেছে। ফলে কৃষকদের মাথায় এখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। রাতের ঘুম উধাও হয়ে গেছে কৃষকদের। বাজারে গিয়েও সঠিক দাম মিলছে না বলে তারা জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কৃষি দফতরের তরফ থেকে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তাই অসহায় কৃষকরা সরকারের উদ্দেশে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

স্বামীর হাতে রক্তাক্ত স্ত্রী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১ ফেব্রুয়ারি।। গার্হস্থ্য হিংসা যেন প্রতিদিন রাজ্যে বেড়ে চলেছে। নেশায় আসক্ত হয়ে একটা শ্রেণি এই সকল ঘটনায় জড়িয়ে যাচ্ছে। এ রকম একটি ঘটনা ঘটল বিশালগড় মহকুমাধীন রাউংখলা এলাকায়। জানা যায়, গোলাঘাটি এলাকার ঝুমা দেবনাথের সাথে সামাজিক রীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল বিশালগড় থানাধীন রাউংখলা এলাকার দীপেন সাহার। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্রসন্তান জন্ম হওয়ার পর স্ত্রী ঝুমা দেবনাথের উপর নেমে আসে চরম অত্যাচার। অভিযোগ, স্বামী দীপেন সাহা প্রতিনিয়ত নেশায় আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী ঝুমা দেবনাথের ওপর অত্যাচার চালায়। এমনকি এক বছরের পুত্রসন্তানটিকেও প্রাণে মারার চেষ্টা করে সে। যার খোসারত দিতে হয় তার স্ত্রী ঝুমা দেবনাথকে। ঝুমা দেবনাথ বহুবার বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি



মারধর করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ঝুমাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসলে

স্বামী মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তার সহ অন্যান্য কর্মীদের দূর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয় এই দীপেন সাহা। এমনকি

সাংবাদিকদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ কর্মীদের তৎপরতায় সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

চোরের আতঙ্কে গাড়ি চালক এবং মালিকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। চোরের বাড়বাড়ন্তে আতঙ্কে আছেন গাড়ি চালক এবং মালিকরা। তেলিয়ামুড়া

গাড়িগুলি থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিংবা জ্বালানি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে চালক কিংবা সহচালক এসে দেখতে পান বিভিন্ন



থানার অন্তর্গত নেতাজিনগরস্থিত মোটরস্ট্যান্ডের কাছে রাখা গাড়িগুলিতে প্রতিনিয়ত চোরেরা লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতি রাতে বিভিন্ন যানবাহন মোটরস্ট্যান্ডের পাশে রাখা হয়। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে। সেই কাজের সুবিধার্থে চারদিকে বাড়িভাড়া লাগিয়ে কাজ করছেন নির্মাণ শ্রমিকরা। তাই যানবাহন চালকরা মোটরস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তায় প্রতিরাতে গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ঘরে চলে যান। আর রাতেরে অন্ধকারের সুযোগে চোরের দল

যন্ত্রপাতি কিংবা জ্বালানি চুরি হয়ে গেছে। তারা বিষয়গুলো নিয়ে মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনকারীদের সাথে কথা বলেছেন। যদিও

পুলিশকে এখনও পর্যন্ত লিখিতভাবে কোন অভিযোগ জানানো হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে? রাতে যখনে পুলিশের টহলদারি থাকার কথা ত্রৈয় জায়গায় চোরেরা তার চেয়ে বেশি সক্রিয়। ধারণা করা হচ্ছে, নেশা সেবনকারীরাই এইধরনের ঘটনার সাথে জড়িত। পুলিশ যদি কিছুটা সক্রিয় হয় তাহলে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব। এলাকাটি তেলিয়ামুড়া থানা থেকে চিল ছোঁড়া দূরত্বে। তার পরও প্রতিরাতে রাস্তায় গাড়ি রেখে আতঙ্কে থাকেন চালক কিংবা মালিকরা।

নিয়ন্ত্রণহীন অল্টো দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে যান দুর্ঘটনা লেগেই আছে। মঙ্গলবার কুঞ্জবন তথা বাজার কলোনি এলাকায় একটি অল্টো গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত এতে কেউ আঘাত পাননি। কমলপুর থেকে যাত্রী নিয়ে অল্টো গাড়িটি কল্যাণপুরে এসেছিল। যাত্রীদের নামিয়ে গাড়ি চালক ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ওই গাড়িটি রাস্তার পাশে পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। তবে জনমনে প্রশ্ন উঠছে কেন প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে?

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- EE-IED/UDP/41/2021-22							Dated : 29/01/2022	
SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1.	DNIT No:- EE-IED/UDP/118/2021-22	Rs. 1,49,371.00	Rs. 1,494.00	40(forty) days	Up to 15.00 Hrs on 14.02.2022	At 15.30 Hrs on 15.02.2022	O/O: Executive Engineer (Elect.) I.E. Division, Udaipur, Gomati Tripura	Appropriate Class
2.	DNIT No:- EE-IED/UDP/119/2021-22	Rs. 2,24,020.00	Rs. 2,240.00	40(forty) days				
3.	DNIT No:- EE-IED/UDP/120/2021-22	Rs. 2,98,750.00	Rs. 2,988.00	60(Sixty) days				
For and on behalf of the Governor of Tripura Sd/- Illegible (ER. BUDDHA JAMATIA) Executive Engineer Internal Electrification Division, PWD Udaipur, Gomati Tripura. Mobile: 9436169660								

No.F.10 (355)/DH&FWS/CMO/DLI/NIT/2020-21Sub-1/20693-95
Government of Tripura
District Health & Family Welfare Society
Office of the Chief Medical Officer
Dhalai Tripura, Ambassa

Dated:- Ambassa, the 31/01/2022

Notice Inviting Tender

Sealed Notice Inviting Tender (NIT) are invited by the undersigned from registered Hotel / Restaurant / Cooked Food Catering Firm / Shops /Off-set printing / Flex printing / Enterprises / Agencies / Co-operative Societies/Registered firm of Tripura for supply of **Food items and catering services, Office stationeries & printing works for both in paper & flex and Hiring Vehicle** for use in the office of the District Health & Family Welfare Society, Dhalai District, Tripura for a period of one year as and when required basis. Details terms & conditions and list of the items are available in the office website : tripuranrhm.gov.in or office of the undersigned (receive & despatch section) on all working days up to **15.00 hrs. of 15/02/2022.**

The sealed quotations will be received at the office of the undersigned up to **15.00hrs of 15/02/22** by hand / Registered Post only and will be opened on **16/02/2022 at 03:00 P.M, if possible,** in the office of the undersigned. The undersigned will not be responsible for any postal delay.

Sd/- Illegible
(Dr. Apollo Kolai, Grade-II, THS)
Executive Secretary
District Health & Family Welfare Society, Dhalai
(Chief Medical Officer, Dhalai Tripura, Ambassa)

হয়রানির শিকার ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। কিছুদিন পরপরই ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু উধ্বর্তন কর্তৃ পক্ষ এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। গ্রাহকরা জানান, মূলত পাসবুক আপডেট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মানুষ যখন পাসবুক আপডেট করতে আসছেন তখনই ব্যাঙ্ক কর্মীরা নানান কথা বলে তাদের হয়রানি করছেন বলে অভিযোগ। কখনও বলছেন এখন পাসবুক আপডেট করা যাবে না। কখনও আবার বলছেন পাসবুক জমা দিয়ে আসতে। কখনও আবার হাতে লিখে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সব ক্ষেত্রে যেখানে আত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই জায়গায় পাসবুক আপাডেটের ক্ষেত্রে এ ধরনের হয়রানি কেন? গ্রামীণ অংশের নাগরিকরা মূলত গ্যাসের ভর্তিকি, সামাজিক ভাতা, রেগার পারিশ্রমিক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে কিনা তা জানতে ব্যাঙ্ক ছুটে যান। যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট হবে না, তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আদৌ অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে কিনা। সেই কারণেই গ্রামীণ অংশের নাগরিকরা ব্যাঙ্ক ছুটে আসেন। কিন্তু নাগরিকরা ব্যাঙ্ক গিয়ে জানতে পারেন পাসবুক আপডেট করা সহজ নয়।

বাম শিবিরে ধ্বস

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে ফের বাম শিবিরে ধ্বস নামালো বিজেপি। কল্যাণপুরে ফের বাম শিবিরে ধ্বস নামালো বিজেপি। কুঞ্জবন মোকামবাড়ি এলাকায় বিজেপির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৩ পরিবারের ৬২ জন ভোটার সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে নেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সাথে



ছিলেন মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। যারা এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তারা দীর্ঘদিন ধরে বাম শিবিরের সাথে যুক্ত ছিলেন। পিনাকী দাস চৌধুরী সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, ২০২৩ সালের নির্বাচনে পুনরায় রাজ্যবাসী বিজেপিকেই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

জাগলো বন দফতর, আটক স-মিল

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জ প্রমোদনগর থেকে স-মিল উদ্ধার করেন চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ সিপাহিজলা জেলায় চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা প্রমোদনগর এলাকায় অভিযান চালান। গোপন খবরের ভিত্তিতে তারা সেখান থেকে একটি কাঠ চেরাইয়ের স-মিল উদ্ধার করেন। আধিকারিক সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে বন কর্মীরা উদ্ধারকৃত স-মিলটি চড়িলাম অফিসে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে ওই এলাকায় কিভাবে স-মিল চলছিল? বন দফতর কর্মীরা কেন বন দস্যুদের পাকড়াও করতে এখনও ব্যর্থ হচ্ছে। এদিন স-মিল উদ্ধার হলোও বেআইনি কাজের সাথে জড়িত



কাউকেই আটক করা হয়নি। বন কর্মীদের কথা অনুযায়ী ঘটনাস্থলে তারা কাউকেই খুঁজে পাননি। প্রশ্ন উঠছে, বন দফতরের কর্মীরা এই ধরনের অভিযান চালিয়ে থমকে যান কেন? এই ধরনের কাজের সাথে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরও ভূমিকা থাকে। কিন্তু তারা সেই ভূমিকা আজ পর্যন্ত নিচ্ছেন না। শুধুমাত্র স-মিল কিংবা কাঠ উদ্ধার করাই বন কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব খালসা করছেন। সেই কারণেই বন ধ্বংসের পালা চলই আসছে।

ই-আলফা কার্গো লখের মাধ্যমে এবার ই-কাট বিভাগে প্রবেশ করল মহিন্দ্রা

প্রেস রিলিজ, মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি।। মহিন্দ্রা ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড, এটি মহিন্দ্রা গ্রুপেরই একটি অংশ আজ নতুন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার, ই-আলফা কার্গো লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। ই আলফা কার্গোর আকর্ষণীয় মূল্য ১.৪৪ লাখ টাকা, এক্স-পোরাম দিল্লি। একটি ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের সিইও সুমন মিশ্র বলেছেন, ফসিল ফুয়েল চালিত থ্রি-হুইলারের অপারোটিং খরচ বেশি। সেই তুলনায় বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারের অপারোটিং খরচ মালিক প্রতি বছর জ্বালানি

খরচ হিসেবে ৬০০০০.০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন। ই-আলফা কার্গোর লখের মাধ্যমে এবার মহিন্দ্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ই-কাট সেগমেন্টে প্রবেশ করল। মহিন্দ্রা ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের সিইও সুমন মিশ্র বলেছেন, ফসিল ফুয়েল চালিত থ্রি-হুইলারের অপারোটিং খরচ বেশি। সেই তুলনায় বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারের অপারোটিং খরচ মালিক প্রতি বছর জ্বালানি

ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। এমনিতেও এখন বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমরা এখন এই সেগমেন্টে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ই-কাট চালু করছি। একটি ডিজেল কার্গো থ্রি-হুইলারের থেকে তুলনায় ৬০ হাজার টাকা সাশ্রয়-সহ ই-আলফা কার্গোর লঞ্চ হল কার্গো বিভাগে একটি টেকসই, দৃশ্যমুক্ত পরিষেবা প্রদান করা।”

গাঁজা-সহ আটক এক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি / ধর্মনগর / কদমতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বারবার রাজা পুলিশের বার্তাটা সামনে উঠে আসার পর এখন কিছুটা গা বাড়া দিয়েছেন কর্তারা। মঙ্গলবার ভোরে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ২৬০ কেজি গাঁজা-সহ একটি লরি আটক করতে সক্ষম হয়। জেকে০৫ই৬৪৮০ নম্বরের লরির কেবিন থেকে মোট ৫২ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন ৫ কেজি করে। পুলিশ ওই লরির চালক মঞ্জুর আহমেদ চান্দনিকে আটক করে। তার বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুড়ায়। এই ঘটনার কিছু সময় পর চুরাইবাড়ি পুলিশ আরও একটি লরিকে সন্দেহমূলকভাবে আটক করে। এসএ০১এলসি৫৭৭৩ নম্বরের



সেই লরিতে তজ্জাশি চালিয়ে ৩৫ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। দুটি লরি মিলিয়ে এদিন ৬ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। থানার ওসি বিভাস দাস পর পর দুটি লরি আটক করার খবর জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে। অনেকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ কেন গাঁজা বোঝাই লরিগুলিকে আটক করতে পারছে না? কারণ, বেশ কয়েকটি লরি গাঁজা-সহ আটক হয়েছিল অসমে। সেই ঘটনার পর ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হয়। কারণ চুরাইবাড়ি গেট অতিক্রম করে অসমে যেতে হয়। কিন্তু চুরাইবাড়ি থানা অতিক্রম করেই গাঁজা বোঝাই গাড়িগুলি অসমে গিয়েছিল। গত দুদিনে পর পর দু'বার গাঁজা বোঝাই লরি অসম পুলিশ আটক করেছে। তবে মঙ্গলবার ভোর থেকে যেভাবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ সক্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছে তা আগামী দিনেও বজায় থাকবে কিনা তা সময়ই বলবে। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ যদি এভাবে সক্রিয় থাকে তাহলে কোন নেশা সামগ্রী রাজ্যের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

ফের বাইক চুরি, নীরব পুলিশ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে চুরির ঘটনা কোনোভাবেই যে কমছে না তা প্রত্যহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা চুরির ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট। এবার ঘরের দরজা ভেঙে মোটরবাইক চুরি করে নিয়ে পালালো চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বংশীবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, উক্ত এলাকার নন্দন দেববার্মা বাড়ি থেকে ঘরের দরজা ভেঙে বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় নন্দন দেববার্মা বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিশালগড় মহকুমা এলাকায় প্রতিনিয়ত চুরি ছিলতাই-সহ বিভিন্ন অসারামূলক অসামাজিক কাজকর্ম ঘটে চলছে বলে মহকুমাবাসীর অভিমান। অভিযোগ, এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদেরকে পুলিশ জালে তুলতে পারছে না। অন্যদিকে নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল রাতিবেলা ঘোরাক্ষেত্রা করছে সে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে।

TRIPURA STATE ACADEMY OF TRIBAL CULTURA

(Affiliated by Tripura University (Central))
(A Semi Autonomous Society under Tribal Research & cultural Institute)
(Tribal Welfare Deptt. Govt. of Tripura)
Superibagan, Krishnanagar, Agartala, Pin-799001
Email-tsacgt09@gmail.com

Ref No: 1(19)-TSATC/Engagement/JADU KALIZA/2022 Dated the Agartala,/2022

Notice

Applications are invited from interested candidates for engagement of "JADU KALIZA" Teacher as Outsourcing basis at Tripura State Academy of Tribal Culture, Superibagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.

SL	Name of the Post	No. of Post	Eligible Criteria
1	Teacher in Jadu Kaliza	1(one)	<ul style="list-style-type: none">• Age limit : Maximum 55yrs.• Educational Qualification: Minimum Class V Passed.• Candidate must be performer of AIR & DDK on Jadu Kaliza.• Candidate must have knowledge in Jadu Kaliza's Rag Ragini with Theory & Practical• Candidate must be from Tripuri Community,• Candidate must be permanent resident of Tripura.• Lump-sum monthly remuneration: Rs. 12,500/-

Applications with complete bio-data & self-attested copies of the relevant documents/certificates may be submitted to the office of the undersigned along with the duly filled in application format available with the office of the undersigned on or before 10th February, 2022 up to 5.30 PM. The date, time & venue of the Interview will be informed over telephone/e-mail ID.

Sd/- Illegible
(A.H. Jamatia,TCS, SSG)
Member Secretary, TSATC
(Director,TR & CI)

ICA/D-1722/22

SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT)

The Executive Officer (BDO), Teliamura R.D. Block, Khowai, Tripura on behalf of the Government of Tripura, invites sealed quotations from bonafied ISO certified/ authorized dealers/ registered supplier / agencies for procurement of Furniture for the year of 2021-22 as mentioned in ITEM-B. The interested Company / Supplier / Agency may submit their financial quotation documents in prescribed format in separate sealed cover. Details of items are as follows:-

ITEM-B					
Sl. No.	Description of items	Unit	Specifications	Qnty	Remarks
1.	Executive Chair (No wheel with armrest and cushion)	No.	Standard Size/Quality	20 nos	For office use
2.	VIP Sofa Set (Set of 1 Double & 2 Single Sofa)	No.	Standard Size/Quality	3 Sets	For office use
3.	Executive Table (Big)	No.	Standard Size/Quality	01 no.	For office use

Intending eligible quotationer may obtain quotation document-free of cost from the OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER (ACCOUNTS SECTION), TELIAMURA R.D. BLOCK, KHOWAI DISTRICT, TRIPURA between 10.00 AM to 3.00PM up to 07/02/22. Financial documents sealed in separate covers must be delivered to the Block Development Officer, Teliamura R.D. Block, up to 07/02/22 till 3.30PM. All sealed quotations received till then will be opened on the same day, in the office at 4.00 P.M if possible. If the last date of tender dropping/opening of tender Box paralyzed due to unforeseen reason(s), then it shall be done on the next Government working day. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all the tenders without citing any reason whatsoever.

The details of quotation may also be seen in the website www.tripura.gov.in or <https://khowai.nic.in> or may be obtained from the Office of the undersigned on any working days during the bidding period.

Sd/- Illegible
Block Development Officer
Teliamura RD Block, Khowai

ICA-C-3562-22

বাজেট একাত্তই জনদরদি : প্রধানমন্ত্রী পেগাসাস স্পিন ফলশ্রুতি : বিরোধী

নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের বাজেটকে স্বাগত মোদির হতাশাই, লাভ ধনীদের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। অতিমারিতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ। আশা করা হয়েছিল, এ বছরের বাজেটে আয়কর ছাড়ের মাধ্যমে কিছুটা স্বস্তি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। আয়কর ছাড় নিয়ে কোনও ঘোষণাই করলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। এ নিয়ে আয়করদাতারা অসন্তোষ প্রকাশ করলে তা স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা নিয়েও। আয়কর না কমালেও কর্পোরেট ট্যাক্স ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে করে দেওয়া হল ১৫ শতাংশ। এতে লাভ হল কর্পোরেট সংস্থার মালিকদের যারা সমাজের উপরতলার অংশ। অতিমারির দুই বছরে গোটা বিশ্বজুড়েই ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং দরিদ্ররা হয়েছে দরিদ্রতর। ভারত এই ট্রেন্ডের একেবারে সামনের সারিতে। গত এক বছরে দেশে যত বিলিয়নয়ার তৈরি হয়েছে, ফ্রান্স, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডের মিলিত বিলিয়নয়ারের সংখ্যার থেকে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বাজেটে সুযোগ ছিল বৈষম্য কিছুটা কমানোর। কিন্তু সে পথ মড়ালই না তারা। অতিমারির সময়ে দুর্ভোগে দিন কাটছে মধ্যবিত্তের। রাম্মার গ্যাস থেকে সমাজি হয়ে পেট্রোল-ডিজেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠেছে। এর মধ্যে আয়কর কিছুটা ছাড় পেলে কষ্ট খানিকটা লাঘব হত। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকারের প্রথম বাজেটে অরশ জেটলি কিছুটা কমিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে আর করেনি। মধ্যবিত্তের যদি দুর্ভোগ হয়, অতিমারিতে মরার হাল প্রান্তিক, শ্রমজীবী মানুষের। কাজ নেই, খাদ্য নেই, আত্মহত্যার পরিস্থিতি হয়েছে তাদের। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞেরা ভেবেছিলেন, দেশের ধনীতম অংশের ওপর সারচার্জ বসিয়ে সেই অর্থ দরিদ্র-কল্যাণে ব্যবহার করবে কেন্দ্র। কিন্তু সেসবও কিছু হয়নি। এই বাজেট মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জন্য কিছুই সুরাহা করল না। ইতিমধ্যেই গর্জে উঠেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বললেন, ‘সাধারণের জন্য এই বাজেট শূন্য মাত্র।’



● এরপর দুইয়ের পাতায়

অরুণাচলের তরুণকে হাত বেঁধে ইলেকট্রিক শকও দিয়েছে চিনা সেনা

ইটানগর, ১ ফেব্রুয়ারি।। অপহরণের ১৩ দিন পরে বাড়ি ফিরে লাল ফৌজের নির্মম অভ্যুত্থারের কাহিনি শোনাল মিয়াম তারোনি। অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি)-য় অপহৃত ওই কিশোরের বাবা অভিযোগ করেছেন, চিনা পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র শিবিরে হাত-পা-চোখ বেঁধে বেধড়ক লাথি মারা হয় তাঁর ছেলেকে। দেওয়া হয় ইলেকট্রিক শকও। শুধু মারধরই নয়, চিনা সেনার শিবিরে নদীন বন্দি থাকার সময় মানসিক নিপীড়নও সহিতে হয়েছে মিরামকে। কখনও খুনের হুমকি শুনেছে। কখনও বা কাননের কয়েক ইঞ্চি দূরে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নল রেখে খালি করা হয়েছে পুরো ম্যাগাজিন। প্রচণ্ড শব্দে কানে তাল লাগে গিয়েছে। বারুদের বলকানিতে ধাঁধিয়ে

গিয়েছে চোখ। মিয়াম এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বলে তার পরিবারের দাবি। তার শরীরে রয়েছে চিনা সেনার নিপীড়নের চিহ্ন। প্রসঙ্গত, ২০২০-র নস্টেপস্বরে অরুণাচল সীমান্তে পাঁচ গ্রামবাসীকে অপহরণের পরে একই ভাবে অভ্যুত্থার চালিয়েছিল চিনা সেনা। ১৮ জানুয়ারি অরুণাচলের আপার সিয়াং জেলার লুটো জোর এলাকায় এলএসি লাগোয়া জঙ্গল থেকে ১৭ বছর বয়সি মিরামকে অপহরণ করে লাল ফৌজ। মিরাম ও তার বন্ধু জনি ইয়েয়িং ওই এলাকায় ওষধি গাছ সংগ্রহ করতে এবং পাখি শিকারে গিয়েছিল। মিরাম বন্দি হলেও চিনা সেনার নাগাল এড়িয়ে পালায় জনি। ফলে জানা যায়, অপহরণের কথা। প্রাথমিক ভাবে চিনা ফৌজ অপহরণের অভিযোগ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

চলতি বছরেই ৫-জি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। ভারতে শুরু হতে চলছে ৫-জি পরিষেবা। এর ফলে টেলিকম জগতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে বলেও সংসদে বক্তৃতায় বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘দেশে চলতি বছরেই ভারতে ৫ও পরিষেবা চালু করা হবে। তার জন্য এই বছরেই ‘স্পেকট্রাম’ নিলাম হবে। টেলি কমিউনিকেশন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর ফলে অনেক কর্মসংস্থানও চালু হয়। ৫-জি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু হলে প্রত্যন্ত গ্রামেও ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছবে। এই পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে পারফরমেন্স লিংকড ইনসেনটিভ (পিএলআই) চালু হবে।’ পাশাপাশি গ্রামগুলিতে

অপটিক্যাল ফাইবারের বিস্তার বাড়িয়ে ইন্টারনেট ও টেলি যোগাযোগ পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মলা সীতারামণ। প্রসঙ্গত, এর আগে ৫জি (৫ও) পরিষেবা চালু করতে চেয়েছিল রিলায়েন্স জিও। কিন্তু বেশ কিছু কারণে তা চালু করা যায়নি। যদিও ভারতে ৫জি (৫ও) স্মার্টফোন বিক্রি চালু হয়ে গিয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণায় টেলিকম জগতে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, ব্যঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদের মতো শহরগুলিতে ৫জি (৫ও) পরিষেবা চালু হবে।



আসছে সরকারি ক্রিপ্টোকারেন্সি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল মুদ্রা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আগে থেকেই নাক-সিটকানি মনোভাব ছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব জানার বা তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল না কেন্দ্রের। অনেকেই তাই আশঙ্কা করেছিলেন, এদেশে হয়তো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি। কিন্তু তা হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর আগেই জানিয়েছিলেন, নিজস্ব ভার্চুয়াল মুদ্রা আনবেন তাঁরা। আজকের কেন্দ্রীয় বাজেটে সে কথাই ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তবে সেই সঙ্গে মোটা করের ব্যবস্থাও করা হল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনেই দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন হবে এবং এ থেকে আয়ের ৩০ শতাংশ কর দিতে হবে সরকারকে। এই ঘোষণায় ভার্চুয়াল মুদ্রা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের ‘নিমরাঞ্জি’ মনোভাবই স্পষ্ট হল। ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের হিসেব

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কমলো বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। নির্মলা সীতারামণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগেভাগে এসেছে স্বস্তির খবর। কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম। স্বস্তিতে হোলেল ব্যবসায়ীরা। রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিভারে দাম কমলো ৯১ টাকা ৫০ পয়সা। এর ফলে সিলিভারের দাম। বস্তিতে হোলেল ব্যবসায়ীরা। রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিভারে দাম কমলো ১৯০৭ টাকা। উল্লেখ্য, গত বছর ১ ডিসেম্বরে সিলিভার পিছু ১০০ টাকা বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম। যার ফলে দিল্লিতে তা পৌঁছে গিয়েছিল ২১০১ টাকায়। তেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক সিলিভারের দাম কমানোয় স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছে কলকাতাতেও। এশহরে ১৯ কেজির গ্যাস সিলিভারের দাম কমলো ৮৯৯ টাকা। মুম্বইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের নতুন দাম হয়েছে ১৮৫৭ টাকা। চেন্নাইয়ে কমলো ১৮৫৭ টাকা। সেখানে বাণিজ্যিক গ্যাস

সিলিভারের দাম হল ২০৮০ টাকা। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির উর্ধ্বমুখী দাম অব্যাহত। তথাপি রাম্মার গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত রেখেছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সামনেই পাঁচ রাজ্যে ভোট রয়েছে, এই অবস্থায় অবাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঝুঁকি নেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যে কারণেই রাম্মার গ্যাসের দাম না বাড়ানো হোক, বস্তুত তা নিয়ে ভাবিত নয় সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনের প্রয়োজনের গ্যাসের দাম না বাড়ায় স্বস্তিতে মধ্যবিত্ত। একই দাম থাকায় ১ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে রাম্মার গ্যাসের দাম থাকল ৮৯৯ টাকা ৫০ পয়সা। কলকাতায় ১৪.২ কেজির সিলিভার কেনা যাবে ৯২৬ টাকায়। মুম্বইতে সিলিভার পাওয়া যাবে দিল্লির হারেই। চেন্নাইতে সিলিভারের দাম পড়বে ৯১৫ টাকা ৫০ পয়সা। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমায স্বস্তিতে হোটেল

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কানহাইয়া কুমারের দিকে ছোড়া হল কালি

লখনউ, ১ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমারের দিকে কালি ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে দলের নেতাদের দাবি, ওটা এক ধরনের অ্যাসিড। লখনউয়ে কংগ্রেসের কার্যালয়ে ছিলেন কানহাইয়া। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে কালি ছুড়ে মারতে যায়, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয় সে। কিন্তু কয়েক ফোটা পড়ে ৩-৪ যুবকের গায়ে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে নিয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নেতার দাবি, ওটা কালি নয় এক ধরনের অ্যাসিড। প্রসঙ্গত, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী কানহাইয়া আগে সিপিআইয়ের সদস্য ছিলেন। গত বছর কংগ্রেসে যোগ দেন। এ নিয়ে তাঁর সমালোচনা হলেও তিনি সাফ জানান, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে হারাতে হলে কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলের প্রয়োজন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিহারের বেগুসরাই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কানহাইয়া। কিন্তু বিজেপি প্রার্থী গিরিজা সিংয়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন।

জৈব মিশনে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ দফতর

ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০১৬ সাল থেকে জৈব মিশন চলছে। কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে এখন অবধি ৬০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়। আরো ১৫০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ করার অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু জৈব চাষ নয় , এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কোম্পানি তৈরি করে আর দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্তু ত্রিপুরা কৃষি দপ্তরের ব্যর্থতায় এই প্রকল্প আজ অবধি সাফল্য অর্জন করেন নি। এই প্রকল্পটি পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্তরে কাজ করার পরিকল্পনা দিয়েছে। যেমন, রাজ্য স্থরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকার কথা। কৃষি মন্ত্রণালয় বার বার চিঠি দিয়েছে যাতে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ত্রিপুরা তৈরি হয়। লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি করতে দেইনি কিছু লোক। কারণ স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি হলে, তার অধীন থেকে চলে যাবে এই প্রকল্প। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য বিশেষ করে মনিপুরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলছে না। যার কৃষক কোম্পানি নিয়ে অভিজ্ঞতা আছে ওনাকে না বসিয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই ওনাকে দিয়ে কাজ করানোর কারণে জৈব প্রকল্পে এখনও সাফল্যজনকভাবে কিছু হয় নি। সঠিক ভাবে খোজ নিলে দেখা যাবে কে বা কারা কেন্দ্রীয় সরকারের এর চিঠিকে গুরুত্ব না দিয়ে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলছে না। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হলে জৈবপ্রযুক্তি , কৃষক কোম্পানি বিশেষজ্ঞ লোক থাকে। কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রী দিয়ে এই প্রকল্প চলতে পারে কিন্তু এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মার্কেটিং ও আধুনিক জৈব চাষ এর জ্ঞান। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ কারিগরী সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের কাজ হলো প্রকল্প রূপায়ণ। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর কাজ হলো ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনা করা। কিন্তু রাজ্যের কৃষি দপ্তরের কর্মীদের কারণে তা ব্যর্থ হচ্ছে। ৬ বছর জৈব প্রকল্প চলছে, আজ অবধি কোনো জৈব বাজার নেই। বাজার দুয়ের কথা , জৈব দোকান



নেই। আর দোকান থাকলে কতো দিন চলবে চাল আর জুন্দের ফসল বিক্রি করে। কেনো জৈব চাষের বাজ ও সার সঠিক সময় দেওয়া হয় না। নিম্ন গাছ ও বিভিন্ন জৈব চাষের উপাদান নেই। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকলে শুধু জৈব চাষ নিয়ে গবেষণা ও কাজ হবে। কিন্তু পূর্বতন কৃষি অধিকর্তা

অনুমোদন দেয়নি স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলতে। বহু কৃষি মহাকুমাতে এখনো এক টাকাও কৃষকদের দেওয়া হয়নি জৈব প্রকল্পে। উদ্যান বিভাগে ফসলের উৎপাদন কাগজে কলমে এতো বেশি যে সারা রাজ্যকে খাইয়ে আনো উদ্ভিত হবে। কিন্তু আদতে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। পরিকল্পনার অভাবে হারিয়ে গেছে জুস্পই এর কমলা। কমলার ভাই বেক রোগ থেকে মুক্তি পাতে নতুন বাগান তৈরি করতে হয়। জুস্পই এর কমলা গাছের সার ব্যবহার না করে আসাম এর সার ব্যবহার এর ফলে জুস্পই এর কমলা হারিয়ে গেছে। জৈব কমলা চাষ হলে রাজ্যের কৃষক রা আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারে। কিন্তু কে করবে পরিকল্পনা। সবাই মুনাফা আর বেতন গুনে মাস শেষ করে। রাজ্য সরকার-এর বদলী নীতি কাজ করে না কৃষি দপ্তরে , কিছু আধিকারিকের জন্যে। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে বাহারুল ইসলাম কে কৃষি উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তা হয়নি। বিজেপি সরকার আসার আগে বলা হয়ে ছিলো কৃষি দুর্নীতির তদন্ত হবে , ভুয়া এস সি সার্টিফিকেট , বীজ কেলেঙ্কারি ফাঁস করে তদন্ত হবে। আদতে কিছু হইনি। কিছু অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হলেও রাভব রোয়াল এখনো অধরা। অধিকর্তা সাহেব নিজে হয়তো চাইলে সব কিছু করতে পারেন। অজানা কারণে এনিও চূপ। রাজ্যের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ও বিভিন্ন জেলা স্তরে কৃষক দিশেহারা পোকার আক্রমণে। কিন্তু পতঙ্গ বিষয়ে গবেষণা, জৈব সার , মাটি পরীক্ষা কার্ড সব কিছুতে শুধু কাগজ নির্ভর। সঠিক লোক সঠিক জায়গাতে থাকলে কি না করা যায় তার প্রমাণ হলো ডঃ রাজীব ঘোষাকে দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে ওই কেন্দ্রের গবেষণা ও উন্নয়ন চোখে পরছে। উদ্যান বিভাগে দায়িত্ব নিয়ে ফনি ভূষণ জমাতিয়া সঠিক লোক সঠিক জায়গা দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু ওনার কাজকে বাধা দিতে তৈরি একটি মহল। মহকুমা গুলিতে কোটি টাকা পরে আছে সার সরবরাহ করার। কিন্তু আজও ওই টাকা ব্যায় করা হয় নি। এতো গুলি প্রকল্প অনুমোদন করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার , তারপরও আমাদের রাজ্য কৃষি আমদানী নির্ভর। কারণ বিশেষজ্ঞ ক্যা দরকার রাষ্ট্রবান্ধী সরকার-এর।

ক্রীড়া আইনের ফাঁদে ক্রীড়া সংস্থা

প্রতিবাদী কলম **ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি**ঃ ক্রীড়া আইনের ফাঁদে হাবুডুবু খাচ্ছে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। অবশ্যই সেটা ক্রীড়া আইনকে মান্যতা দিয়ে করা হবে। এই সরকারি উদ্যোগে রীতিমত দিশেহারা অবস্থা স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি উদ্যোগে স্বশাসিত সংস্থা গড়ে উঠা আদৌ আইনসম্মত কি না? সমস্ত স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি একটি ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত এবং আইওএ অনুমোদিত। সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেবে ফেডারেশন? এই বিষয়ে সন্ধিহান ক্রীড়াপ্রেমীরা। আইনের ফাঁদে যেমন বেআইনি কাজকে প্রশ্রয়

দেওয়া হয় তখন বামেলো হবে। তাই ক্রীড়া মহল আশঙ্কিত, জেলাভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠনের জন্য যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া চালু হতে চলেছে তা হয়তো বৈধ নয়। সোসাইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত হয়েছে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি। কিছু সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থাগুলিকে কর্মক্ষম করে তুলেছিলেন। এমন নয় যে, রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে তারা অনেক এগিয়ে যেতে পেরেছে। এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও ক্রীড়াক্ষেত্রকে সমল রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্বীকার করা যায় না। যারা এক সময় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এসব সংস্থাগুলি গড়ে তুলেছিলেন তারাি আজ ব্যাকফুটে। এক সংগঠক বললেন, আসলে ক্রীড়া

আইনের নামে সংস্থাগুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোই প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি তিনি এই প্রশ্নও তুলেছেন যে, আইওএ কিংবা কোন ফেডারেশন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে কখনই সুনজরে দেখবে না। ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতীয় বক্সিং-কে বেশ কয়েক বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। স্বশাসিত অর্থাৎ যেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু এই রাম রাজভেে ত্রিপুরায় হয়ে চলেছে ঠিক উল্টোটা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ। যেখানে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। সেখানে শুধুমাত্র নিত্যনতুন আইন এবং নির্দেশাবলী। একটি ইতিবাচক এবং দূরদর্শী মনোভাব ক্রীড়াক্ষেত্রকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর চলছে সম্পূর্ণ অপেশাদার পথে। স্বভাবতই ক্রীড়াপ্রেমীরা আশঙ্কিত। হয়তো এই ক্রীড়া আইন আরও বড় কোন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে ক্রীড়া জগৎ-কে। রাজ্যের খেলাধুলা বর্তমানে গতি মছরতায় ভুগছে। শুধুমাত্র করোনাকে এর জন্য কাঠগড়ায় তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সরকারি নীতি এর জন্য অনেকটা দায়ী। দ্রুত ক্রীড়াক্ষেত্রকে স্বাভাবিক করে তোলাই আসল কাজ। দরকার ঘরোয়া স্তরে খেলাধুলা চালু করা।

অবসরপ্রাপ্ত জিমন্যাস্টিক্স কোচকে সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ সদ্য অবসরে যাওয়া পিআই তথা জিমন্যাস্টিক্স কোচ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস-কে এনএসআরসিসি-র মিলনায়তনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে পিআই হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে কর্তব্য পালন করে গেছেন তিনি। অসংখ্য জিমন্যাস্টকে প্রাথমিক অবস্থায় তৈরি করেছেন তিনি। বস্তুতঃ খুদেরের কোচ হিসাবে রাজা জুড়ে তার সুনাম রয়েছে। এদিন এনএসআরসিসি-তে এই অবসরপ্রাপ্ত কোচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তথা দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, পদ্মশ্রী প্রাপক জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য কৃতী জিমন্যাস্ট উপহার দিয়েছেন তিনি। তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন সহকর্মীরা।

সিনিয়র লিগে আজ মুখোমুখি লালবাহাদুর ফরোয়ার্ড

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ সিনিয়র লিগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগামীকাল মুখোমুখি হবে লালবাহাদুর ব্যামাগার বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব। ইতিমধ্যেই স্পারের পৌছে গেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। যদিও আগের ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের কাছে তাদের হেরে যেতে হয়েছে। অন্যদিকে, স্পারের এখনও নিশ্চিত নয় লালবাহাদুরে আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে পয়েন্ট পেলে অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। ফলে তাগিদটা তাদেরই বেশি থাকবে। এই আবেহ আগামীকালের ম্যাচটি টিএফএ-র কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে লালবাহাদুর ক্লাবের। আর এই বছর প্রায় প্রতিটি দলই রেকফারিং নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। রেকফারির সিদ্ধান্ত নিজেদের অনুকূলে না গেলেই সমস্যা তৈরি করছে ক্লাবগুলি। এই অবস্থায় আগামীকালের ম্যাচটি দুই দলের পাশাপাশি টিএফএ-র কাছেও একটা পরীক্ষা। ফুটবলপ্রেমীরা আশা করছে, একটি নিটৌল এবং সুন্দর ম্যাচ উপভোগ করা যাবে। টিএফএ-র পাশাপাশি রেকফারিও দ্বন্দ্ব দলকেই বিফলতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫১০ ক্রিকেটারকে নিয়ে আইপিএল নিলাম

মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি।। এ বারের আইপিএল নিলামে উঠবেন ৫১০ জন ক্রিকেটার। বাংলার ১৪ ক্রিকেটারের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। বাদ পড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেল। থাকছেন ইংল্যান্ডের জোয়াল আর্চার। মঙ্গলবার আইপিএল-এর তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ৩৭০ জন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। তার মধ্যে বাংলা থেকে রয়েছেন ১৪ জন। মহম্মদ শামি, ঋদ্ধিমান সাহার মতো ভারতীয় দলে নিরীমিত খেলা ক্রিকেটাররা যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শ্রীবৎস গোখােন্নার মতো ক্রিকেটাররাও। নিলামে অস্ট্রেলিয়ার ৪৭ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৪ জন ক্রিকেটার নিলামে উঠবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৩৩ জন ক্রিকেটার রয়েছেন তালিকায়। ইক্ব্যাড এবং নিউজিল্যান্ডের ২৪ জন করে ক্রিকেটার রয়েছেন এই তালিকায়। আফগানিস্তানের ১৭ জন ক্রিকেটার রয়েছেন নিলামে। ১৮৮ জন ক্রিকেটার নিজেদের নুনতন মূল্য রেখেছেন ২ কোটি টাকা। তাদের মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ শামি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শিখর ধ্বনি, শ্রেয়াস আয়ারের মতো ক্রিকেটার। বশির্দেশদের মধ্যে ২ কোটি টাকা দাম রয়েছে ট্রেন্ট বোল্ট, প্যাট কামিংস, কুইন্টন ডিকেন্সের।

জুয়েলস-কে উড়িয়ে দিলো টাউন



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের খারাপ সময় কিছুতেই কাটছে না। মঙ্গলবার আরও একটি শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। সেই সাথে এটাও নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, অবনমন ঘটছে তাদের। শহরের ঐতিহাসালী জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ২০১২-তে দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে উঠেছিল। দেবাশিস রাই, সনম লেপা-রা এখন এগিয়ে চল সংঘের হয়ে মতিয়ে দিচ্ছে। ২০১৩-তে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনই প্রথমবার তাদের আগরতলায় নিয়ে এসেছিল। ২০১৯ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকভাবেই চলছিল। হঠাৎ করে একটা ঝড় এসে যেন জুয়েলস-র সাজনো বাগান তছনছ করে দিলো। প্রথম ডিভিশনের একটি দল দ্বিতীয় ডিভিশনের বাজেট নিয়ে দল গঠন করেছে। অর্থাৎ অর্থ একটা বড় সমস্যা ছিল। পাশাপাশি অতীতে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দল গঠনে যাদের প্রধান ভূমিকায় দেখা যেতো তাদের অনেককেই এবার

দেখা গেলো না। যে দল তারা গঠন করেছে তাতেই এটা স্পষ্ট যে, দলটির পক্ষে ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিল্লার এক বাক নবীন ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নেমেছিল। যাদের প্রথম ডিভিশনে খেলার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। ফুটবলপ্রেমীরা স্বভাবতই মর্মহত জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের এই শোচনীয় ফলাফলে। কয়েক বছর আগের জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সেই রমরমা আর নেই। স্বভাবতই ফুটবলপ্রেমীরা হতাশ। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টাউন ক্লাব ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে। জম্পুইজলার ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে টাউন ক্লাব। জুনিয়রদের পাশাপাশি কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলারও দলে রয়েছে। খেতাবি দৌড়ে না থাকলেও দলটি অবনমন বাঁচিয়ে ফেলেছে। এর আগে ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে হারি য়েছিল। এদিন জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়ে আসরে দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে অনেকটা

নিশ্চিত সুবোধ দেববর্মী-র দল। ম্যাচের ৯ মিনিটে বনবীর কলই-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। একটা সময় রাজ্যের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হিসাবে গণ্য হতো বনবীর। যদিও নিজের ফুটবল জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এখন তাই বড় দলে সুযোগও মিলে না। তবে এদিন বনবীর-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। ২ মিনিট পর দলের হয়ে দ্বিতীয় গোালি করলো মনীষ দেববর্মী। প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে টাউন ক্লাবের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করে সহদেব দেববর্মী। পিছিয়ে থাকা জুয়েলস দ্বিতীয়র্ধের শুরুতে ব্যবধান কমাতে সক্ষম হয়। গোলটি করে লক্ষ্মণ জমতিয়া। এরপর ফের আক্রমণে ঝড় তুলে টাউন ক্লাব। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে জুয়েলস-র বক্সে। ৬৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করে মনীষ। ৭৫ মিনিটে পঞ্চম গোলটি আসে ব্রহ্মসানন জমতিয়া-র সৌজন্যে। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলে জয় তুলে নেয় টাউন ক্লাব। ম্যাচটি পরিলালনা করেন টিক্কে দে।

মাঠের কাজে ব্যস্ত টিসিএ!

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ মাঠ এবং পিচের উন্নতি হলোই রাজা ক্রিকেটে উন্নতির জোয়ার বইয়ে যাবে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্বে আসার পর থেকেই তাই রাজা জুড়ে মাঠ তৈরিতে নজর দিয়েছে। যদিও গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট এক প্রকার স্তব্ধ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এর জন্য যতটা দায়ী তার চহিতে কম দায়ী নয় টিসিএ-র অক্রিকেটমুখী কার্যকলাপ। তারা বলতে পারে, আমরা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ক্রিকেটার নেই। যে কোন রাজ্য দল গঠনের জন্য বর্তমান পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দিত হ়য়। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ থাকার কারণে হলো, মাঠ তৈরি হলেও সেখানে ক্রিকেটারদের নামাতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক আসরের। অন্তিমতে রাজ্য দল গঠন করতে হবে। অবশ্য এটাই হয়তো চায় টিসিএ-র কর্মকর্তারা। কারণ ক্রিকেটের উন্নয়ন তাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা। ক্ষমতার অলিদে থেকে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই অবস্থায় ক্রিকেটপ্রেমীরা মোটেই আশাবাদী নয় যে, এই কমিটি ক্রিকেটের উন্নয়নে আদৌ কিছু করে। দুইটি মাঠ তৈরি করেছে যদি কোন কমিটি দাবি করে আমরা সফল হলেই আর কারোর দৃষ্টি বলার থাকবে না। আস্ত পথে চলতে শুরু করেছে টিসিএ। এর শেষ কোথায় তা নিজেরাও সম্ভবত জানে না। পথ চলা শুরু করলে একটা গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। পথিকের এটাই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু টিসিএ হলো এক পথিক যে নিজেই কাজটাকে বেসামাল করে দেওয়া এটাই বর্তমান কমিটির

বৈশিষ্ট্য নিয়ে উঠেছে। ঘরোয়া ক্রিকেট স্তব্ধ অথচ মাঠ তৈরিতে ব্যস্ত টিসিএ। এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের বক্তব্য হলো, নতুন নতুন মাঠ তৈরি করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সর্বশ্রেে দরকার ছিল রাজ্যের ক্রিকেটীয় পরিশোধকে স্বাভাবিক করে তোলা। আগে এই পরিকাঠামোর মধ্যে রমরমিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট চলেছে। সুতরাং বর্তমানেও খুব সহজেই ঘরোয়া ক্রিকেট করা যায়। শুধুমাত্র মাঠ নিয়ে পড়ে থাকলে দেখা যাবে এক বছর পর রাজ্য দল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ক্রিকেটার নেই। যে কোন রাজ্য দল গঠনের জন্য বর্তমান পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দিত হ়য়। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ থাকার কারণে হলো, মাঠ তৈরি হলেও সেখানে ক্রিকেটারদের নামাতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক আসরের। অন্তিমতে রাজ্য দল গঠন করতে হবে। অবশ্য এটাই হয়তো চায় টিসিএ-র কর্মকর্তারা। কারণ ক্রিকেটের উন্নয়ন তাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা। ক্ষমতার অলিদে থেকে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই অবস্থায় ক্রিকেটপ্রেমীরা মোটেই আশাবাদী নয় যে, এই কমিটি ক্রিকেটের উন্নয়নে আদৌ কিছু করে। দুইটি মাঠ তৈরি করেছে যদি কোন কমিটি দাবি করে আমরা সফল হলেই আর কারোর দৃষ্টি বলার থাকবে না। আস্ত পথে চলতে শুরু করেছে টিসিএ। এর শেষ কোথায় তা নিজেরাও সম্ভবত জানে না। পথ চলা শুরু করলে একটা গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। পথিকের এটাই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু টিসিএ হলো এক পথিক যে নিজেই কাজটাকে বেসামাল করে দেওয়া এটাই বর্তমান কমিটির

ক্রীড়া দফতরে হচ্ছে শুধু অফিসার বৃদ্ধিই

৮ বছর ধরে বেকার খেলোয়াড়দের

চাকুরির দরজা কিন্তু তালা বন্ধ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ তবে কি রাজ্যের খেলোয়াড় দের দফতরে জুনিয়র বক্স আউট চাকুরির রাস্তা বন্ধ। তবে আট বছর ধরে ক্রীড়া দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরি বা নিয়োগ একজনও বেকার খেলোয়াড়ের চাকুরি বা নিয়োগ পদে চাকুরি হয়েছিল। বাক্স থাকলেও দফতরে ঘন ঘন প্রমোশন, নির্বাচিত কি ছু অফিসারের পুনরায় চাকুরি ঘটনা নাকি অব্যাহত। কিছুদিন আগে ক্রীড়া দফতরে ই যুথ অফিসার পদেও প্রমোশন হয়। ১৯৮৮-৯২ জেট আমলে রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক জুনিয়র পিআই ও পিআই পদে চাকুরি হয়েছিল। বাম আমলেও চাকুরি হয়। কিন্তু রাজ্যে সাড়ে তিন বছরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির কোন খবর নেই ক্রীড়া দফতরে। আর এতে করে বলা চলে, রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের মধ্যে তীর ক্ষোভ রয়েছে। এখন দেখার, বিলাসনত নির্বাচিতের মাত্র এক বছর ঘন হাতে তখন রাজ্য সরকার রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়া দফতরে বিশেষ করে জুনিয়র খোয়াই পদে নিয়োগের জন্য আদৌ

আমেদাবাদের অধিনায়ক হয়ে

চুলের নতুন কায়দায় হার্দিক

মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি।। সামনেই আইপিএল-এর নিলাম। কেন্ ক্রিকেটার কোন দলে যাবেন তা নিয়ে আতঙ্ক তুলেে। ১২১৪ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যেই দলগুলি কিছু ক্রিকেটার ধরে রেখেছে। নতুন দুই দল বেছে নিয়েছে তিন জন করে ক্রিকেটারকে। আমেদাবাদ জানিয়ে দিয়েছে



হার্দিক পাণ্ডিয়া তাদের অধিনায়ক। নিলামের আগে তারকা ক্রিকেটার ধরা দিলেন নতুন চেহাারায়।এত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সদের হয়ে আইপিএল-এ খেলেছেন হার্দিক। প্রথম বার অন্য কোনও দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে। নতুন দলের হয়ে খেলতে নামার আগে চুলে নতুন কাপ্তানি করলেন হার্দিক। ইনস্টাগ্রামে চুলের সেই ছবি দিলেন তিনি। হার্দিক ছাড়াও আমেদাবাদের দলে খেলবেন রশিদ খান এবং শুভমন গিল। হার্দিক এবং রশিদকে দলে নেওয়া হয়েছে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে। শুভমনকে নেওয়া হয়েছে ৮ কোটি টাকা দিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে হার্দিক জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অলরাউন্ডার হিসেবেই খেলবেন। বেশ কিছু দিন ধরে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি হার্দিক। চোটের কারণে বল করতে পারছিলেন না তিনি। এ বারের আইপিএল তার কাছে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ।

কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর সাড়ে পাঁচ মাস

টিসিএ-র তরফে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি মানিক-রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ১৬ আগস্ট ২০২১ থেকে আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২। আজ সাড়ে পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও রাজ্যের প্রয়াত তরুণ ক্রিকেটার কার্তিক সাহা-র পরিবারকে মানিক সাহা-রা টিসিএ থেকে এক টাকাও আর্থিক সাহায্য দেয়নি বলে সূত্রে খবর। যদিও কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর পর এলাকার বিধায়ক রেবতী মোহন দাস-কে সাথে নিয়ে প্রয়াত তরুণ কার্তিক সাহা-র বাড়ি তে গিয়ে টিসিএ-র তরফে দশ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য এবং কার্তিক সাহা-র নামে একটি ক্রিকেট মাঠের নাম করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা এবং

তার সাথে থাকা টিসিএ-র যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস। সেদিন মিডিয়ার ক্যামেরার সামনেই মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-রা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কার্তিক সাহা-র পরিবারকে টিসিএ থেকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু আজ সাড়ে পাঁচ মাস। টিসিএ থেকে কার্তিক সাহা-র পরিবারকে নাকি এক টাকাও সাহায্য দেওয়া হয়নি। টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্লাবগুলি এবং কার্তিক সাহা-র সতীর্থ ক্রিকেটাররা যা কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছিল। জানা গেছে, কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর পর কিশোর কুমার দাস-র সাথে মানিক সাহা প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে টিসিএ-র তরফে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিলেও আজ পর্যন্ত নাকি এই

ব্যাপারে টিসিএ-তে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। অভিযোগ, কার্তিক সাহা-র সতীর্থ ক্রিকেটাররা যখন আর্থিক সাহায্য দিতে কার্তিক-র বাড়িতে যেতে নিশ্চিতভাবে প্রয়াত কার্তিক সাহা-র পরিবারকে কষ্ট দিচ্ছে। তার প্রশ্ন, গত সাড়েপাঁচ মাসেও কেন টিসিএ কার্তিক সাহা-র পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। জানা হবে। তারপর টিসিএ-তে এনে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিফেও কার্তিক সাহা-র পরিবারকে টিসিএ থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি। প্রয়াত কার্তিক সাহা-র এক সতীর্থ ক্রিকেটার জানায়, টিসিএ-র সভাপতি, যুগ্মসচিবের ঘোষণার পর আমরা

সবাই ভেবেছিলাম যে, কার্তিক-র পরিবার দ্রুত আর্থিক সাহায্য পাবে। কিন্তু আজ সাড়ে পাঁচ মাস হলো টিসিএ-র তরফে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। টিসিএ-র এই ভূমিকা নিশ্চিতভাবে প্রয়াত কার্তিক সাহা-র পরিবারকে কষ্ট দিচ্ছে। তার প্রশ্ন, গত সাড়েপাঁচ মাসেও কেন টিসিএ কার্তিক সাহা-র পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। জানা হবে। তারপর টিসিএ-তে এনে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিফেও কার্তিক সাহা-র পরিবারকে টিসিএ থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি। প্রয়াত কার্তিক সাহা-র এক সতীর্থ ক্রিকেটার জানায়, টিসিএ-র সভাপতি, যুগ্মসচিবের ঘোষণার পর আমরা

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

লরির চাকায় পিষ্ট শিশুকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। ৫ বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু। মঙ্গলবার ধর্মজগরের বাগবাসা ফাঁড়ির অন্তর্গত টংছড়া এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা।

একসঙ্গে ১১জিসি৮৩৮৩ নম্বরের ১০ চাকার সিমেন্ট বোঝাই লরি আপনার শিং থেকে দামছড়ার উদ্দেশ্যে আসছিল। বাগবাসার টংছড়া এলাকায় আসার পর সেই লরির নিচে চাপা পড়ে ৫ বছরের তামিনা বেগম। তার বাবার নাম মঙ্গল সিং এবং মা রায়না বেগম। মঙ্গল সিং পেশায় দিনমজুর। ঘটনার পর লরি চালক গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় চালক-সহ যাতক লরিটি আটক করা হয়। অভিযুক্ত চালকের নাম সারমান উদ্দিন। শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন শিশুটি ঘটনার সময় রাস্তার পাশেই ছিল। কোন কারণে সে রাস্তার উপরে চলে আসে। তখনই লরিটি তাকে ঘটনাস্থলেই পিষে দেয়। পুলিশ এসে শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুর মৃত্যুর খবরে তার মা-বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

টিআরটিসি’তে নয়া রেকর্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। টিআরটিসি-তে চালু হয়ে গেলো রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় সপ্তম সিপি। চলতি মাসের প্রথমদিনেই বেতন হয়ে গেলো বিগত মাসের। যা বিরলতম ঘটনা বলে অনেকে মনে করছে। জানুয়ারি মাসের বেতন ফেব্রুয়ারি ১ তারিখ ঘটনা বিরল বলেই টিআরটিসি’র কর্মচারীরা মনে করছে। তাছাড়া সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার

বিষয়টি কর্মচারীদের তরফেই জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার টিআরটিসি কর্তৃপক্ষ সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কর্মচারী নেতা সমর রায়। এদিকে টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের তরফে সাধারণ সম্পাদক দীপক দাস বলেছেন, টিআরটিসি’র শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর পর ২০২২ সালে জানুয়ারি মাসের বেতন মাসের প্রথম দিন

হওয়ায়। রাজ্য সরকার এবং টিআরটিসি’র বর্তমান এমডি ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার দাসের প্রচেষ্টায় বেতন হওয়া, রাজ্য সরকারের ন্যায় ৭ম সিপি চালু হওয়ায় এবং রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী টিআরটিসি’র শ্রমিক কর্মচারীদের অ্যাডহক প্রমোশন হওয়ায় টিআরটিসি’র বর্তমান এমডি টিআরটিসি-কে জনকল্যাণমুখী করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাহাতে

টিআরটিসি’র মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি সমর রায় এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক দাস আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং আগামীদিনে টিআরটিসি’র উন্নয়নে ও শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে সরকার যে পরিকল্পনা নেবেন তাহাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন বলে সমর রায় ও দীপক দাস জানায় এবং সমস্ত কর্মচারীদের কাছে কাজে বাঁপিয়ে পড়ারও আবেদন রাখেন।

নিখোঁজ লাঞ্চিত নাবালিকা সহ ধর্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। ধর্ষণের মামলা করার পর বাড়ি থেকে নিখোঁজ নাবালিকা। পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না ধর্ষকে অভিযুক্তকেও। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার মা এবং বোন। এমনকি থানায় গেলো পুলিশ খারাপ ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্তের নাম গুড্ডু দেব। তাদের আসল বাড়ি ধর্মজগর হলেও থাকে আগরতলা রেল কোয়ার্টারে। গুড্ডু’র বাবা রেলওয়েতে সাফাই কর্মী হিসেবে কর্মরত। ৪ দিন ধরে নাবালিকা মেয়েকে না পেয়ে সাংবাদিকদের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ তুলে ধরেছেন নাবালিকার মা এবং বোন। নাবালিকার মা জানিয়েছেন, ফেসবুকে গুড্ডু’র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার নাবালিকা মেয়ের। তাদের অজান্তে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। গত কয়েকদিন ধরেই মেয়ের মন খারাপ দেখে তারা বুঝতে পারেন। বিচার চেয়ে গুড্ডু’র বাবার কাছে যান তারা। কিন্তু গুড্ডু’র বাবা দুর্ভাবনার করে তাড়িয়ে দেয়। থানায় মামলা করতে মেয়ে পুলিশও খারাপ ব্যবহার করে। ৪ দিন ধরেই তাদের মেয়ের খোঁজ নেই। পুলিশের কাছে গেলে ঠিকভাবে কথাও বলছে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে এনিজে অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার পরিবার। এদিকে পুলিশ সবে খবর, গুড্ডু’র বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে আমতলি থানা। গুড্ডুকে থেফতার করতে পুলিশ রেল কোয়ার্টারে গিয়ে তাকে খুঁজে

ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি। শাসন করতে গিয়ে মেয়েকে চিরদিনের জন্য হারালেন মা-বাবা। এখন শুধু মেয়ের ছবি হাতে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কেঁদে চলেছেন তারা। মঙ্গলবার বিশালগড় থানাধীন ১নং চন্দ্রনগরের ১৮ বছরের ছাত্রী রত্না ভৌমিক নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার সময় তার মা-সহ পরিবারের লোকজন বাড়িতেই ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতেই ছাত্রী ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে তারা চিৎকার করলেও রত্না দরজা খুলেননি। যতক্ষণে মা-সহ পরিবারের অন্যরা মিলে ঘরের দরজা খুলেছেন, ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। রত্নাকে ভড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ছাত্রীকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছাত্রীর মা জানান, মেয়েকে কোন একটা বিষয় নিয়ে তিনি বকাবকা করেছিলেন। এরপরই নাকি মেয়ে রাগান্বিত হয়ে ঘরে চলে যায়। তারাও ভাবতে পারেননি রত্না এই ধরনের কোন পদক্ষেপ নেবে। এদিন দুপুরে মর্যাদাতন্ত্রের পর রত্নার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশও ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। তারা এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়েছে। মেয়ের মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বেআইনিভাবে গাড়ি বিক্রির চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি। আবারও বেআইনি উপায়ে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বের করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, এই গাড়ি আবার ওএলএক্স এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে তিন যুবক। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৭ এপ্রিল চড়ি লামের রাজীব কলোনির ঠিকভাবে কথাও বলছে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে এনিজে অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার পরিবার। এদিকে পুলিশ সবে খবর, গুড্ডু’র বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে আমতলি থানা। গুড্ডুকে থেফতার করতে পুলিশ রেল কোয়ার্টারে গিয়ে তাকে খুঁজে

মালিকানা পরিবর্তনের জন্য আসতে বলে। কিন্তু এর মধ্যেই প্রতারণা ধরা পড়ে। গাড়িটির বেআইনি কাগজ বের করে বিক্রির চেষ্টা হয়। গাড়িটি কিনতে যান উত্তর চড়িলামের বাসিন্দা জালাল মিঞা। তিনি গাড়িটি রাকেশের চিনতে পারেন। রাকেশকে ফোন করে তার গাড়িটি বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানান। রাকেশ তখন জানিয়ে দেন, গাড়িটি আদালতে হলফনামা করে শংকর বাসিন্দা রাকেশ দাস একটি বলেও ম্যান্ড্র বিক্রি করেন। গাড়িটি উদয়পুরের ধজনগরের শংকরের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। গাড়িটি তখন একটি বেসরকারি ফিনান্স সংস্থার টাকা ঋণ সহ বিক্রি করা হয়। এক বছর আগে এই গাড়ি টি ওএনজিসিতে ভাড়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি ফিনান্সের টাকাও পরিষ্কার করে দেন শংকর। এরপরই গাড়ির মূল মালিক রাকেশকে ফোন করে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

Honorary Ph. D Degree

Universal Peace University এবং Indian Universal Education Trust এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরার ওডিবি নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি রীমা ব্যানার্জীকে গত 12/7/2021 এ উনার অসাধারণ নৃত্যচর্চার জন্য উনাকে Honorary Doctorate Degree তে ভূষিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে উনি অফিসলেনস্হিত রিটার্ডাইড ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দিবেন্দু ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ কন্যা। উনার এই সাফল্যে পরিবার এবং উনার বন্ধুবান্ধব সবাই খুশি।

শ্রীমতি রীমা ব্যানার্জীকে গত 12/7/2021 এ উনার অসাধারণ নৃত্যচর্চার জন্য উনাকে Honorary Doctorate Degree তে ভূষিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে উনি অফিসলেনস্হিত রিটার্ডাইড ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দিবেন্দু ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ কন্যা। উনার এই সাফল্যে পরিবার এবং উনার বন্ধুবান্ধব সবাই খুশি।

বাস্য এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ আশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কানো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সমস্যার চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো জীবা স্মৃতি, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাঙ্ক্ষার কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

অস্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর পোশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যতার একটি নাম।

আবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট করণও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদি জন সাই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

মাতৃশক্তি হেনস্তাকারীকে পদোন্নতির প্রস্তুতি, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। এটাই স্বচ্ছ প্রশাসনের নমুনা। অধস্তন কর্মীকে স্নীলতাহানি মামলায় অভিযুক্তকে উচ্চ পদে পদোন্নতি দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল অর্থ এবং পরিসংখ্যান দফতর। যুগ্মঅধিকর্তা হিসেবে অভিযুক্ত অফিসারকে পদোন্নতি দিতে ফাইলও পাঠিয়ে দেওয়া হলো টিপিএসসিতে। যদিও অভিযুক্ত অফিসারের নামে আদালতে মামলার ট্রায়াল চলছে। কিন্তু তার জন্য যাবতীয় প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তের নাম চিরঞ্জীব ঘোষ। তিনি বর্তমানে অর্থ এবং পরিসংখ্যান দফতরে ডিস্ট্রিক্ট স্টেট অফিসার হিসেবে কর্মরত। মঙ্গলবার লাঞ্চিত মহিলা কর্মচারীর আইনজীবী প্রশান্ত কুমার পাল সাংবাদিকদের সামনে এই তথ্যগুলি তুলে ধরেন। পশ্চিম জেলার সিজেএম আদালতের নেন কোর্টে চিরঞ্জীব’র বিরুদ্ধে মামলা চলছে। আদালতে মামলার নম্বর সিআরসি(ডিরিউপি) ১৪৬/২০২০। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪(১) এ খারায় ট্রায়াল চলছে। অভিযোগ, অর্থ এবং পরিসংখ্যান দফতরের এক মহিলা কর্মীকে অফিসেই স্নীলতাহানি করেন চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব এবং তার স্ত্রী একই দফতরে কর্মরত। জনজাতি অংশের মহিলা কর্মীকে স্নীলতাহানি করার বিচার চেয়ে দফতরের অধিকর্তার কাছে আবেদন করা হয়েছিল। বিচার না পেয়ে ওই মহিলা থানায় মামলা করেন। এই মামলার আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। যথারীতি মামলার ট্রায়াল শুরু হয়েছে। প্রশান্তবাবুর দাবি, শুভানিতে প্রত্যেকদিনই হাজির থেকেছেন চিরঞ্জীব। তিনি আবার আদালতে হাজিরার দিন সরকারি অফিসেও উপস্থিত দেখিয়েছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? যদি এমন করে থাকেন এটাও বেআইনি। এর জন্য সরকারি দফতর থেকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু স্বচ্ছ প্রশাসনে এই ব্যবস্থা আর হয় না। কর্মস্থলে মহিলা নির্বাহীতনাকারীকে উল্টো পদোন্নতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। পদোন্নতির জন্য নামও পাঠানো হয়ে গেছে টিপিএসসিতে। অথচ, নিয়মানুযায়ী কোনও কর্মচারীর নামে আদালতে মামলা চললে তার পদোন্নতি দেওয়া যায় না। এটাই হচ্ছে থাকে। কিন্তু স্বচ্ছ প্রশাসনের মুখে কালি মেখে এই চেষ্টাও শুরু হয়ে গেছে।

বধূর রহস্যজনক মৃত্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি। বাপের বাড়ির লোকজন কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না চন্দনা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তাদের সন্দেহ চন্দনার মৃত্যুর পেছনে লুকিয়ে আছে রহস্য। বিশেষ করে মৃত্যুর ভাই সরাসরি অভিযোগ করেছেন, তার বোন নির্ঘাতনের জেরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বিশালগড় থানাধীন ধনছড়ি এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এক গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চন্দনা মালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। বাপের বাড়ির লোকজনের তরফ থেকে ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও রাতে সংবাদ

লেখা পর্যন্ত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছে ঘটনাটিকে। এলাকার মানুষও চন্দনার মৃতদেহ দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, মৃতদেহটি যেভাবে বুলন্ত অবস্থায় ছিল তা দেখলে যে কারোর সন্দেহ হওয়ার কথা। মৃত্যুর ভাইও অভিযোগ করেছেন, তার বোনের উপর ক্রমাগত নির্ঘাতন চলতো। ৫ বছর আগে সিপিই মোহনপুরের যুবতি চন্দনা মালিকারের সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল বিশালগড় ধনছড়ি এলাকার সজল মালিকারের। তারপর তাদের এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু গত ২ বছর ধরে চন্দনা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি। চোর পুলিশ খেলা আগে শুনতাম। চোর-পুলিশ আঁতাত শোনা য়ায়নি। আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চোর-পুলিশ আঁতাত কার্যত জলভাত। আর তাদের সাথে যদি রাজনৈতিক নেতানৈতীর দহরম মহরম থাকে তবে তো সোনার সোহাগ। থানা পুলিশকে জুজুর ভয় দেখিয়ে পুলিশের সামনে থেকে আসামি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া তাদের বী হাতের খেলা। স্মার্ট সিটি আগরতলার এখন এটাই রোজ নামচা। গত তিন দিন আগের ঘটনা। ধলেশ্বর ১১ নাম্বার রোড। বীণাপাণি দেবনাথের বাড়ি। সকাল আটটা নাগাদ শীতের সকালে শ্রীমতী দেবনাথের ছেলে ও নতি বাড়ির দরজায় রোদে বসেছিল। আচমকা একটা বাইক এসে থামলো। তাতে সওয়ার পাড়ায়ই পরিচিত যুবক গৌরব। পেছনে একটা দুরে আরকটা বাইকে অপরিচিত দুই যুবক। ততক্ষণে গৌরবের প্রশ্ন, নারায়ণ দাসের বাড়ি? প্রশ্নের উত্তর শোনার সময় নেই। আচমকা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বীণাপাণি দেবনাথের ছেলের গলা থেকে চেইনটা নিয়ে যায়। পাশে ছিলেন মাদী। বাধা দিতে গেলে ছিনতাইবাজ গৌরব বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খান। আহত হয়। এই সময়ের মধ্যে বীণাপাণি দেবনাথের ছেলে বাধা দিতে গেলে সেও আহত হয়। তবে বাইকটি আটকে রাখতে সক্ষম হয়। বাইক

ফেলেই পালিয়ে যায় ছিনতাইবাজ গৌরব বাহিনী। বীণাপাণি দেবনাথের বাড়ি থেকে আগরতলা পূর্ব থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসে। বাইকটি উদ্ধার করে। তাতে নেশা সামগ্রী পাওয়া যায়। অভিযোগ বীণাপাণি দেবনাথের। পুলিশ কর্তাদের কথামত জিবি হাসপাতাল, তারপর পূর্ব থানায় গিয়ে মেধিক অভিযোগ জানান বীণাপাণি দেবনাথ। কিন্তু ক্রাইমস্ট্র চরমে উঠে এদিন রাতে। যখন বীণাপাণি দেবনাথ ও তাঁর ছেলে এবং স্বামী সহ লিখিত অভিযোগ জমা দিতে পূর্ব থানায় গেলেন। বীণাপাণি দেবনাথের অভিযোগ, রাত ৮ টায় অভিযোগ জমা দিলেও ১০ টা পর্যন্ত পুলিশ তাদেরকে রিসিভ কপি দেয়নি। উল্টো পুলিশ বীণাপাণি দেবনাথের ছেলেকে আটকে রাখতে চেষ্টা করে। পুলিশের বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বীণাপাণি দেবনাথ বলপূর্বক পুলিশের হাত থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন পুলিশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। উল্লেখ করার বিষয় হলো,

প্রতিবাদী কলম

খবর নয়, খবন বিস্ফোরণ

7085917851

AFFIDAVIT

I, Nilima Saha, C/o Sandipan Saha, Resident of Kalibari / Ward No. 28, Badharghat, Agartala, Tripura (W) have changed my name to Lilima Saha vide Affidavit dated 31-01-2022 for all future purposes.

AFFIDAVIT

I, Sri Litan Debnath S/o Sachindra Debnath of Vill- Birchandra-nagar, P.O- Takchara, P.S- Santir Bazar, Dist-South Tripura, aged about 35 years, by nationality, Indian, by Profession- Service. Information: 1. My actual name is Litan Debnath but in some of my documents, my name mentioned as Litan Kr. Debnath in place of Litan Debnath. 2. I, Sri Litan Debnath and Litan Kr. Debnath is the same person. Affidavit Dt. 23/12/2021.

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— % যোগাযোগ করুন % —

Mob - 9863451923

8837086099

দোকান ভিটি বিক্রয়

আগরতলা শহরের মূল বাণিজ্যিক এলাকা গোলবাজারের বড় রাস্তার পাশে একটি দোকান ভিটি অতিসহজ বিক্রয় হবে। কেবল মাত্র ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন এই নম্বরে।

— % যোগাযোগ % —

Mob - 9436124466

9862050131

NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তাহা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।

Contact - Popular Computer Academy

Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura

Ph: 7005605004 / 9774349322

বিজ্ঞপ্তি

আপনার ছাদকে মনোরমভাবে সাজাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার ছাদকে বিভিন্ন গাছ ও ফুল গাছ দিয়ে মনোরম করে সাজিয়ে দেব। আমাদের ফোন নং-

Mob - 9436546533

7642844343

9862769266

9862135964

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.

Other Activities :

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details

MAA ENTERPRISE

Kumarghat, Unokoti, Tripura

(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

Agartala - 8787626182

সুগারকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখে

D - Active Capsule

MRP : 395/-

INDUPRIYA D-ACTIV CAPSULE

USEFUL IN SUGAR METABOLISM

60 TABLETS

100% NATURAL

NO SIDE EFFECTS

সুগারকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখে

D - Active Capsule

MRP : 395/-